৺ দ্বারকানাথ অধিকারীর জীবন চরিত।

(চট্টগ্রাম নর্ম্যাল স্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু জগদীশ তর্কালঙ্কার সংগৃহীত।)

১২৩৭ সালের ৩০শে কার্ত্তিক সুকবি ৺ দ্বারকানাথ অধিকারীর জন্ম হয়। নদীয়া জেলার অন্তর্গত গোস্বামি দুর্গাপুর গ্রাম ইঁহার জন্ম স্থান। কবিবরের পিতার নাম ৺ রামশঙ্কর অধিকারী। ইঁহারা রাঢ়ীয় শ্রেণীর কুলিন ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়। ইঁহাদিগের প্রকৃত উপাধি কাঞ্জিলাল; কিন্তু বংশ পরম্পরায় গুরুতা ব্যবসায় করাতে অধিকারী উপাধিতেই বিশেষ বিখ্যাত। রামশঙ্কর অধিকারীর পৈত্রিক সম্পত্তির মধ্যে সামান্য কিঞ্চিৎ জমিদারী, কিছু ব্রহ্মত্র নিষ্কর ভূমি ও কতকগুলি শিষ্যমাত্র ছিল। পরে নীল কুঠীয়াল হিল্ সাহেবদিগের জমিদারীর নায়েবী কর্ম্ম করেন; সেই সময়ে তেজারৎ কারবার করিয়া বিলক্ষণ সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিলেন। ইনি সামান্য রূপ বাঙ্গলা লেখাপড়া জানিতেন কিন্তু ইঁহার বিদ্যা অপেক্ষা বুদ্ধি সমধিক তেজস্বিনী ছিল।

দ্বারকানাথ ইঁহার একমাত্র পুত্র। প্রথমে গ্রাম্য পাঠশালায় দ্বারকানাথের বিদ্যাশিক্ষা হয়। সেই পাঠশালায় শিক্ষাকালে তিনি যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা রচনা করিতেন তাহা শুনিয়াই তাৎকালিক প্রধান প্রধান লোকেরা মোহিত হইতেন, এবং তিনি, যে বয়সে একজন সুকবি হইবেন তাহাও কীর্ত্তিত হইত। এস্থলে

কবিবরের দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ বর্ষ বয়সের রচিত একটী গীত ও কিছুকাল পরের একটী কবিতা উদ্ধৃত করা গেল। গীতটী শ্রীমন্ত সওদাগরের জননী খুল্লনার উক্তি; এবং কবিতাটী কুলিন জামাতাদিগের প্রতি ব্যঙ্গোক্তি। বহুকালের হইল বলিয়া উহার সমুদয় অংশ স্মরণ নাই। গীত যথা;

কে পারে তারা তোমারে চিন্তে।
শিশু কুমারে, সঁপে তোমারে, ও মা কালদারা,
প্রাণহারা, হয়েছি জীয়ন্তে।।
তন্নাম স্মরি কাল, কালকূটে পান কাল,
চিরকাল নাহি কাল চিন্তে।
স্বয়ং হয়ে অসিতে, অসুর নাশি অসিতে,
বিমুক্ত করিলে সুরকান্তে।।
সর্ব্ব মঙ্গলে২, গিয়ে সিংহলে, পদ কমলে
রেখ মা শ্রীমন্তে।।

কবিতা যথা;

* * * * * *

শুন শুন সর্ব্ব জন করি কিছু নিবেদন
কুলিন গণের বিবরণ।
হয় সবে প্রথমতঃ গাঁজা অহিফেনে রত
পরিশেষে মদে মত্ত হন্।।
গেলে পরে ভিন্ন গ্রাম বিষ্ণু ঠাকুরের নাম
লোক মাঝে অগ্রে বলা আছে।

যেন নীচ, লোকে বলে অন্য লোকে জিজ্ঞাসিলে
রাজবাড়ী আমার বাড়ীর পাছে ॥
কুলভ্রমে হয়ে অন্ধ বিবাহের সম্বন্ধ
যদি কেহ করে উপস্থিত।
লোভ দেবীর আজ্ঞামতে আরোহিয়া স্পৃহা রথে
অগ্রে করে পণের বিহিত ॥

* * * * *

না হইলে দক্ষিণান্ত কামিনী না পান কান্ত
শাশুড়ীর রাঁধা ভাত খান্‌না।
পদব্রজে মক্কা যান্ যদি একটী পয়সা পান্
শ্বশুর বাড়ী যান ভিন্ন যান্ না ॥

* * * * *

কবিবরের অল্প বয়সের কবিত্বশক্তি প্রদর্শিত হইল; এক্ষণে তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার বিবরণ বিবৃত হইতেছে। তৎকালে গুরুমহাশয়ের পাঠশালা ও সংস্কৃত চর্চ্চার টোল ভিন্ন মফঃস্বলে অন্য কোন বিদ্যালয় ছিল না। কবিবর প্রথমে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় বাঙ্গলা শিক্ষা করেন। পরে উলা নিবাসী একটী ব্রাহ্মণ আসিয়া এস্থানে একটী ইংরাজী পাঠশালা স্থাপন করেন। কবিবর ঐ পাঠশালায় দুই বৎসর কাল অধ্যয়ন করিয়াছিলেন; কিন্তু শিক্ষক ইংরাজী জানিতেন না বলিলেই হয়, সুতরাং ঐ দুই বৎসর কবিবরের বৃথা নষ্ট হইয়া যায়। পরে অত্রত্য নীল কুঠীর ম্যানেজার শ্রীযুক্ত

টমাস্ পার্‌কারের জ্যেষ্ঠা কন্যা কুমারী পার্‌কার স্নেহ বশতঃ কবিবরকে প্রতিদিন এক এক ঘণ্টা করিয়া ইংরাজী শিখাইতেন। এই সময়ে কৃষ্ণনগরে কালেজ স্থাপিত হয়; কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের অমনোযোগিতায় কবিবর শিক্ষার্থ ঐ কালেজে যাইতে পারেন না। পরে গ্রামস্থ আর আর সমবয়স্ক বালকদিগের সহিত পলাইয়া গিয়া ঐ কালেজে প্রবিষ্ট হন্। অধিক বয়সে ইংরাজী শিক্ষা আরম্ভ হওয়াতে এবং কর্ত্তৃপক্ষের অমনোযোগিতায় জুনিয়ার স্কলারসিপ্ প্রাপ্তি ভিন্ন কবিবরের ভাগ্যে আর অধিক ঘটিয়া উঠে নাই। তিনি অগত্যা ব্রজ বাবুর তদানীন্তন বাঙ্গলা পাঠশালার প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। কালসহকারে ঐ পাঠশালা কৃষ্ণনগর হায়ার ক্লাশ ইংরাজী বিদ্যালয় নামে বিখ্যাত হইয়াছে।

ইংরাজী ১৮৫৪ সালে বিখ্যাত প্রভাকর সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ভ্রমণার্থ কৃষ্ণনগরে উপস্থিত হন। আমাদিগের সুকবি সেই সময়ে 'মনের প্রতি উপদেশ' নামক অন্ত্যযমক একটী কবিতা লিখিয়া গুপ্ত মহাশয়কে উপহার দেন্। গুপ্ত মহাশয় এই কবিতাটী পাঠ করিয়া অতিশয় চমৎকৃত ও মোহিত হন; এবং সুকবির উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ সম্পাদকীয় উক্তির সহিত ঐ কবিতাটী প্রভাকর পত্রিকায় প্রকটন করেন। তাহাতে কবিবরের উৎসাহ বৃদ্ধি হইল। তিনি ক্রমাগত প্রভাকর পত্রিকায় লিখিতে লাগিলেন। এই সময়ে কলিকাতাস্থ

হিন্দুকালেজের বিখ্যাত ছাত্র শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু মিত্র (যিনি গবর্ণমেণ্ট বার্ত্তাবহ বিভাগের এক প্রধান পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া রায় বাহাদুর উপাধি লাভ করিয়াছিলেন) এবং হুগলী কালেজের বিখ্যাত ছাত্র শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, (যিনি এক্ষণে হুগলীর প্রধান ডেপুটী মাজিস্ট্রেট আছেন) এই দুই জন ও প্রভাকর পত্রিকায় কবিতা লিখিতেন। আমাদিগের সুকবি 'বুনো কবি' নাম ধারণ করিয়া 'সরস্বতীর মোহিনী বেশ ধারণ' নামক একটী কবিতা লিখিয়া প্রভাকরে প্রকটন করেন। ঐ কবিতায় পূর্ব্বোক্ত কবিদ্বয়কে কিছু ব্যঙ্গোক্তি করা হয়। তাহাতে ঐ তিন জন কবি কবিতা যুদ্ধ করেন। উহা ক্রমাগত এক বৎসর কাল 'কালেজীয় কবিতা যুদ্ধ' বলিয়া প্রভাকর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত কুণ্ডীর জমীদার ৺ বাবু কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় ঐ কবিতা যুদ্ধ পাঠ করিয়া পুরস্কার স্বরূপ আমাদিগের সুকবিকে ৫০ পঞ্চাশ টাকা পারিতোষিক দেন; কিন্তু প্রভাকর সম্পাদক ঐ টাকা দ্বারকানাথের সম্মতি ক্রমে তিন জনকে বিভাগ করিয়া দিয়া কবিতা যুদ্ধ নিবারণ করেন।

১২৬২ সালে দ্বারকানাথ প্রভাকরে পূর্ব্ব প্রকটিত কয়েকটী প্রবন্ধ এবং আর কয়েকটী নূতন প্রবন্ধ রচনা করিয়া 'সুধীরঞ্জন' নামক গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন। এই গ্রন্থ প্রচারের ২ বৎসরের মধ্যে ১২৬৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসে তিনি এক মাত্র পুত্র শ্রীমান্

নীলরত্ন অধিকারীকে রাখিয়া জ্বর বিকার রোগে মানব-লীলা সম্বরণ করেন।

দ্বারকানাথ নাতি খর্ব্ব নাতি দীর্ঘ মধ্যমাকৃতি ছিলেন। তাঁহার বর্ণ উজ্জ্বল শ্যামল। একটী দন্ত নিম্নোষ্ঠের উপরিভাগে ঈষৎ বহির্গত হইয়া থাকিত তাহাতে তিনি অতি প্রিয়দর্শন ছিলেন। তাঁহাকে কেহ কখন ক্রোধ করিতে দেখে নাই। তাঁহার চিত্ত সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকিত। তাঁহার বিলক্ষণ লোকরঞ্জন শক্তিও ছিল। যাঁহার সহিত তিনি একবার আলাপ করিতেন সেই ব্যক্তিই তাঁহার নিকট চিরবাধ্য হইত। তাঁহার বিদ্যা-বুদ্ধিও বিলক্ষণ তেজস্বিনী ছিল। দেশের ও গ্রামের শ্রীবৃদ্ধি কল্পে তিনি সাধ্যমত চেষ্টা করিতেন। দুর্গাপুরের হাইয়ার ক্লাশ ইংরাজী বিদ্যালয় তাঁহার মৃত্যুর পরে স্থাপিত হইয়াছে বটে কিন্তু আমাদিগের সুকবি ও তাঁহার স্বর্গীয় বন্ধুদ্বয় যজ্ঞেশ্বর ও হরমোহন ঐ গ্রামে স্কুল-স্থাপনের প্রথম উদ্যোগ কর্ত্তা।

সুধীরঞ্জন ব্যতীত তিনি আর কোন গ্রন্থ প্রচার করিয়া যাইতে পারেন নাই। তবে সুধীরঞ্জনে যে সকল প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে উহা ব্যতিরিক্ত আরও কয়েকটী প্রবন্ধ প্রভাকর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এতদ্ভিন্ন তিনি কৃষ্ণনগরবাসী জনৈক যাত্রা সম্প্রদায়ের অধিকারীকে 'আগমনী' বিষয়ক একটী পালা প্রস্তুত করিয়া দেন উহার সঙ্গীত গুলি এরূপ মধুর হইয়াছিল যে যাঁহারা উহা একবার শুনিয়াছেন তাঁহারা অদ্যাপিও

তাহার ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিয়া থাকেন। দুঃখের মধ্যে উহার একটীও সম্পূর্ণরূপে স্মরণ না থাকায় পাঠক-বর্গের কৌতুহল নিবৃত্তি করিতে পারিলাম না।

যদিও আমাদিগের কবিবর অধিক গ্রন্থ রচনা করিয়া যাইতে পারেন নাই তথাচ তিনি যে তাঁহার সুধীরঞ্জনে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর অনেকানেক কবি নানা-প্রকার মহা কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন এবং যদিও তাহার মধ্যে অনেকগুলি অতি উৎকৃষ্টও হইয়াছে তথাপি আমার ইহা বলা বোধ হয় অত্যুক্তি নহে যে সুধীরঞ্জনের ন্যায় প্রাঞ্জল, কোমল ও মধুর নীতিবিষয়ক কাব্য গ্রন্থ আমাদিগের কবিবরের মৃত্যুর পর বোধ হয় আর প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহার বিয়োগে আমা-দিগের বঙ্গভাষা যে একটী অমূল্য অলঙ্কার হারাইয়াছেন তাহার আর কিছু মাত্র সংশয় নাই। অদ্য আমরা যে বঙ্কিম বাবুর লেখনী নিস্যন্দিত অজস্র অমৃতরাশি পান করিয়া আত্মাকে চরিতার্থ বোধ করিতেছি, এবং যে দীনবন্ধু বাবু এতদিন কাব্য রসে বঙ্গবাসীদিগকে উন্মত্তবৎ করিয়া তুলিয়াছিলেন আমাদিগের কবিবর ইঁহাদিগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিলেন না বরং অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন।

এসম্বন্ধে আর অধিক লিখিতে ইচ্ছা করিনা। এক্ষণে কবির মৃত্যুর পর তৎ সাময়িক কতিপয় কবিভ্রাতা কর্ত্তৃক প্রভাকর পত্রিকায় যে সকল আক্ষেপ সূচক কবিতা

লিখিত হইয়াছিল তন্মধ্য হইতে এস্থলে দুইটী উদ্ধৃত করিয়া এপ্রস্তাবের উপসংহার করিব।

পয়ার।

কোথা হে গুণের বন্ধু, তুমি অধিকারি।
অশেষ গুণের তুমি, ছিলে অধিকারি॥
বাল্যকালে কোরেছিলে, গুণে অধিকার।
তব সম সুজন, কজন আছে আর॥
শশধর সম তুমি, যশধর ছিলে।
কি কারণে যশসেতু, ভঙ্গ করি দিলে?॥
ধোরেছিলে ধরাধামে, সার্থক জীবন।
দশের সমাজে তব, যশের কীর্ত্তন॥
গুণি, জ্ঞানি, ধনি, মানি, সরল-অন্তর।
ভাবি তাই কেন ভাই, হইলে অন্তর?॥
তোমার গুণের সীমা, জানিয়াছে যারা।
তোমার মরণে, প্রাণে, মরিয়াছে তারা॥
তোমার মরণ শোকে, মরে লোক সব।
আহা! কার, সুখ আছে, হাহাকাররব॥
জুড়াইতে মন প্রাণ, কার কাছে যাব?।
ধরাধামে হেন বন্ধু, আর নাকি পাব॥
সুধার আধার তব, মুখের বচন।
আর কি করিব কভু, শ্রবণে শ্রবণ?॥

আর কি হেরিব ভাই, তোমার সে মুখ ?।
যে মুখের গুণে তুমি, হোয়েছিলে মুখ ॥

*　　*　　*　　*　　*

তোমায় না দেখে দেখি, ক্ষিতি অন্ধকার।
তব শোকে পশু পাখী, করে হাহাকার ॥
জুড়াইতে মন প্রাণ কার কাছে যাব ?।
ধরাধামে হেন বন্ধু, আর নাকি পাব ॥
বসন্তে কোকিল ডাকে, কুহু কুহু স্বরে।
বোধ হয় তব শোকে, উহু উহু করে ॥
তরুগণ কেঁদে মরে, পত্রপাত ছলে।
হাহাকার ধরাতলে, তব শোকানলে ॥
কেমনে প্রবোধ ভাই, দিব তব মারে ?।
এমন শোকের বাণ, কেটা মারে মারে ? ॥
জনক ভাবিত যারে, কনক সমান।
সে ধন বিহনে কিসে, বাঁচে তাঁর প্রাণ ? ॥

*　　*　　*　　*　　*

মম দেহে পঞ্চভূত করিতেছ বাস।
শুন শুন শুন সবে, শুন মম ভাষ ॥
বন্ধুর দেহের ভূত, যেই স্থলে আছে।
আমার দেহের ভূত, চল তার কাছে ॥
বন্ধুর দেহের ক্ষিতি, স্থিতি আছে যথা।
আমার দেহের ক্ষিতি, স্থিতি কর তথা ॥

বন্ধুর দেহের বারি, আছে যেই স্থল।
আমার দেহের বারি, সেই স্থলে চল ॥
পবন মিশাগে যথা, বন্ধুর পবন।
দহন মিশাগে যথা, বন্ধুর দহন ॥
মম দেহে ব্যোম আর, কিকারণে রও ?।
বন্ধুর দেহের ব্যোম, সহ এক হও ॥
পঞ্চভূতে পঞ্চভূতে, মিশাইয়ে রব।
কদাচ বন্ধুর সহ, ছাড়া নাহি হব ॥
এমন সুকবি বন্ধু, মরিয়াছে যার।
জীবন যাপনে আর, কোন্ সুখ তার ॥
শুন শুন শুন শুন, শুন ওহে কাল।
ধরাধামে সকলেরি, হও তুমি কাল ॥
যত পাও তত খাও, নাহি ভরে পেট।
বিপরীত ক্ষুধা তব, দেখে মাতা হেঁট ॥
যুবতির প্রাণপতি, রসিকের চূড়া।
তাহারে ভক্ষণ কর, না হইতে বুড়া ॥
প্রসূতি-প্রসূত সুত, তার প্রতি আড়ি।
বালকে ভক্ষণ কর, না উঠিতে দাড়ি ॥
ষোড়শী রূপসী নারী, নবীন-যৌবন।
তাহারে ভক্ষণ কর, কঠিন এমন ॥
মহাকবি কালিদাস, বরপুত্র যার।
করাল্ কবলে প্রাণ, নাশিয়াছ তার ॥

খেলি মম পিতামহ, মাতুলের কুলে।
একজন নারাখিলে, বিনাশিলে মূলে ॥
শেষেতে বন্ধুরে খেলি, হোয়ে কাল সাপ।
এমন কঠিন তুই, বাপ্ বাপ্ বাপ্ ॥

ভবদীয় নিতান্ত শরণাগত।
নিবাস মাদরালী।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

হায়! কাল, কি করিলি, দ্বারিকারে হোরে নিলি,
ভরিলি এ দেহে হাহাকার।
গ্রাসিতে এমন ধনে, হাঁরে মূঢ়, তোর মনে,
হয়নি কি মমতা সঞ্চার ॥
এত কি জঠরানল, হোয়েছিল সুপ্রবল,
ভেদাভেদ জ্ঞানহারা হলি।
যা পেলি, তা দিলি, দাঁতে, প্রাণের দ্বারিকানাথে
না ছাড়িলি সুকুমার বলি ॥
কত কি দিয়েছ পেটে, তবু কি ক্ষুধা না মেটে,
পটু ভাল পেটুকের কাজে।
আর কিরে কিছু নাই, পূরাতে পেটের খাঁই,
এত বড় অবনীর মাঝে ॥
কি কব বিদরে বুক, তার সে তেমন মুখ,
দেখে তোর হয়নি কি মায়া?।

ছি ছি রে নির্দয় কাল, কি তোর চরিত্র কাল,
ধিক তুই ধরেছিস্ কায়া ॥
হাঁ রে ! যে জনার তরে, দেশবাসি যত নরে,
সদাকাল ভোগ করে সুখ ।
নিরমল গুণে যার, পিতা মাতা পরিবার,
কখনই পায় নাই দুখ ॥
যার প্রেম-আলাপনে, রমণী প্রফুল্লমনে,
প্রেমানন্দে কাটায়েছে কাল ।
যে জনার মিষ্টভাষে, মানসিক তমনাশে,
দূর করে যাতনা জঞ্জাল ॥
যার কবিতার তার, ভাব আদি অলঙ্কার,
অনিবার বৃষ্টিকরে সুধা ।
যার উপদেশ-রসে, সদা মন রহে বশে,
সকলের দূর করে ক্ষুধা ॥
হেন সর্ব্বপ্রিয়-জন সর্ব্ব গুণধারি ধন,
কেমনে হরিলি বল বল ? ।
ঘটালি বিষম জ্বালা করিলি রে ঝালাপালা,
ঝরালি নয়নে শোকজল ॥
ওরে কাল পাপমতি, এ কিরে দারুণ মতি,
হেনমতি কেনরে ধরিল ? ।
হরিলি সে গুণাকর, সুরসিক কবিবর,
যার যশে অবনী ভরিল ॥

সে, যে, রে তরুণ অতি, জাননা কি মূঢ়মতি,
কালাকাল বিচার কি নাই!।
পাপকর্ম্ম দোষাকর, ছোঁয় নাই কলেবর,
তবে কিসে পেটে দিলি ঠাঁই।।
আহা! কে তেমন আর, ঢালিবেরে অনিবার,
কবিতার সুমধুর রস ?।
কবিতাকমলে তার, আর কি পাইব তার,
মধুপানে মন হবে বশ ॥
আর কে তেমনে বল, স্বপ্ন দেখি সুবিমল,
মজাইবে জগতের মন ?।
ভারত-জননী দুখ, বর্ণিবারে কার বুক,
বিদরিয়ে যাইবে এমন ? ॥
দেবী সরস্বতী সনে, স্বপ্ন বাক্য আলাপনে,
কে বর্ণিবে সে মোহিনী রূপ।
সে "সুধীরঞ্জন" মত, মধুমাখা বাক্য যত,
মন আর না পাবে স্বরূপ ॥
যে তোরে সতত কাল, দিত সুধামাখা গাল,
কবিকুলে গ্রাসিবার তরে।
তারেও ভরিলি শেষে, কঠোর জঠর দেশে,
সাধিলি কি বাদ্ সাধ্ করে ॥
কেনরে কেনরে কাল, কবিকুলে হেনকাল,
কবি কি না রাখিবি এদেশে।

কবি যদি নাহি রয়, দেও তবে সমুদয়,
একেবারে উদয় প্রদেশে ॥
যাহোক্ তোমার যদি, লোভ ছিল নিরবধি,
সে নবীন কবি-নিধি খেতে।
ধরিতাম তব পায়, ওরে কাল হায় হায়,
কিছুদিন যদি দিতে যেতে ॥
আর যদি মনে তোর, কবি গেলা সাধ্ ঘোর,
হয়েছিল জানিতাম আগে।
সে বন্ধুর বিনিময়ে, আমি ক্ষুদ্র কবি হয়ে,
নিকটে যেতাম অনুরাগে ॥
সেধন রহিলে বেঁচে, কবিতার জল-সেঁচে,
ভিজাইত সকলের মন।
আমি মিছে বেঁচে রই, কবিতো কখনো নই,
উপদেশ দিইনে কখন ॥
ধরণী আমার ভার, মিছে কেন সহে আর,
মিছে করি জীবন ধারণ।
ওরে কাল মোরে নাও, সে রতনে ফিরে দাও,
জগতের জুড়াক্ জীবন ॥

গোস্বামি দুর্গাপুর। সন ১২৮৩ সাল। } শ্রী নি, চ, শীল। চুঁচুড়া।

সূচীপত্র।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।



সুধীরঞ্জন।

প্রথম অধ্যায়।

পরমেশ্বরের মহিমা বর্ণন।

লঘু-ত্রিপদী।

দয়ার সাগর, সর্ব্ব-গুণাকর,
যিনি অখিলের স্বামী।
যাঁহার ইচ্ছায়, জীব সমুদায়,
জন্ম মৃত্যু অনুগামি॥
যাঁর কৃপাবলে, গ্রহগণ চলে,
দিবাকর করে কর।
জগত জীবন, রাখিতে পবন,
চরিতেছে চরাচর॥
অনল সহিতে, সতত মহীতে,
ভ্রমণ করিছে রয়।
নিদ্রা সুবদনী, আসিয়া অবনী
হরিছে লোকের শ্রম॥

যাঁর অনুমতি— ক্রমে বসুমতী,
জীবগণে ধরি বুকে।
জননীর মত, স্নেহে অবিরত,
আহার দিতেছে সুখে॥
লয়ে সুধাকর, তপনের কর,
হরিতে মহীর ক্ষুধা।
সদাকাল সুখে, বসুধার মুখে,
প্রদান করিছে সুধা॥
পালাক্রমে ছয়, ঋতুর উদয়,
আজ্ঞায় অবনী পরে।
পদার্থ সকল, যাঁহার কৌশল,
অবিরল ব্যক্ত করে॥
বিভু নাম তাঁর, জগতে প্রচার,
ত্রিলোক তাঁহার গেহ।
কি রজনী দিনে, জ্ঞান নেত্র বিনে,
দেখিতে না পায় কেহ॥
ন্যায়বান ভূপ, তাঁহার স্বরূপ,
কেবা কোথা আছে আর।
নিয়ম নিচয়, অতি সুখময়,
মঙ্গলের মূলাধার॥
দীন ধনবান, তাঁহার কল্যাণ,
অধিকারি সব লোকে।

কলুষ কলাপ, করিতে আলাপ,
নিকটে পারে না যেতে ॥
তাঁর প্রতি মন, করিয়া অর্পণ,
সদাকাল হয় সবে।
ভব অকূপার, অনায়াসে পার,
তাঁহার কৃপায় হবে ॥

তত্ত্ব প্রকরণ।

পয়ার।

সবিনয়ে বলি তোরে শুনরে শ্রবণ।
আপন হইয়া কেন হইলি শমন ॥
কুপথে যাইতে নিত্য করিরে বারণ।
নাহি শুন কর্ণে যেন প্রমত্ত বারণ ॥
মহাসুখে কাল হর মনে করি আশা।
একবার নাহি ভাব কেন ভবে আসা ॥
বুঝিতে না পারি কিসে আশা ক্ষান্ত হয়।
পাইলে বিপুল বিত্ত চিত্ত সুখী নয় ॥
যে জন সৃজন কারী যে জন সংহারে।
ভ্রম পরবশ হয়ে না ভাবিলে তাঁরে ॥
অকৃতজ্ঞ নাহি আর তোমার সমান।
বলিলে বিহিত বাক্য কর অভিমান ॥

কার সাধ্য তাঁর তুল্য প্রকাশিবে স্নেহ।
সৃষ্টি করি তুঙ্গাকে নির্ম্মিলেন দেহ॥
পতিত না হৈতে ভুমে পানের কারণে।
যত্নে রাখিলেন দুগ্ধ জননীর স্তনে॥
যখন গর্ভেতে ছিলে গর্ব্ব কোথা ছিল।
কে তোমারে সেই স্থানে আহারাদি দিল॥
ভূমিষ্ঠ হইলে যবে পশ্বাদির প্রায়।
জননী হৃদয়ে করি নিলেন তোমায়॥
ক্ষুধিত হইলে বলিবার শক্তি নাই।
ইচ্ছামতে পানকর জননীর মাই॥
তখন মনের ভাব বুঝিয়া তোমার।
খাদ্য দিতে কে দিয়াছে প্রকৃতিরে ভার॥
তাঁহার কৃপায় ক্রমে নিজে হয়ে কৃতী।
কার্য্য দেখে তাঁর প্রতি নাহি কর প্রীতি॥
মহানন্দ পাইয়া যৌবন মনোহর।
অতি সুকুমার যেন পূর্ণ শশধর॥
কিন্তু কি বারেক মনে নাহি হয় ত্রাস।
প্রতিক্ষণে কাল রাহু করিতেছে গ্রাস॥
গুরু ধন জন বল যে সকল আছি।
কিছু না যাইবে সঙ্গে মুদিলে দু আঁখি॥
যে বন্ধুর মুখ না দেখিলে দুঃখোদয়।
পরিণামে কোথায় রহিবে সে প্রণয়॥

জনক জননী স্বসা পুত্র কিম্বা ভাই।
কেহ নাহি সঙ্গে যাবে রহিবে সবাই ॥
ধন মদে মত্ত হয়ে সদা কাল তুমি।
শ্রম ভয়ে বাহিরের না দলাও ভূমি ॥
শরীরে রবির কর লাগিলে তোমার।
গেলাম্ মলাম্ শব্দ কর বার বার ॥
যখন চরম কাল হইবে উদয়।
কোথায় রহিবে তব এই সমুদয় ॥
তখন তপন করে পুড়াইবে দেহ।
যুড়াইতে না পারিবে পরিবার কেহ ॥
তারাই ভবন হতে করিয়া বাহির।
তুলসী তলায় তব রাখিবে শরীর ॥
ক্ষণকাল খেদ করি সকরুণ ভাবে।
ঢাকিবে গতাসু দেহ পুরাতন বাসে ॥
সখের তোষক লেপ আদি যত আছে।
প্রিয়জনে না আনিতে দিবে তোর কাছে ॥
অতি জরাজীর্ণ যার প্রয়োজন নাই।
বাছিয়া দড়ির খাটে পেতে দিবে তাই ॥
সেই খাটে শুয়াইয়া স্বগণ সকলে।
শ্মশানে লইয়া যাবে হরি বোল বলে ॥
প্রাণের প্রেয়সী যার মুখ সুধাকর।
পলাক না দেখে হও পরম কাতর ॥

সেই প্রণয়িনী তব ভুলিয়া প্রণয়।
অপত্যগণের পাছে অমঙ্গল হয়॥
এই ভয়ে যেই পথে যাবে তব মড়া।
ত্বরায় উঠিয়া নিজে দিবে ঝাটু-ছড়া॥
মধুর রসাল কোন দ্রব্য যদি পাও।
সন্তান কারণে রাখ আপনি না খাও॥
প্রাণের অধিক প্রিয় তোমার যে ছেলে।
তখন অবাদে মুখে নুড়ো দিবে জ্বেলে॥
বারেক জনক বলে সুধাবেনা আর।
জ্বলন্ত অনলে পুড়ে হবে ছার খার॥
রবেনা কুসুম তুল্য দেহের আভাস।
কেবল কলসী, কাচা আর কাঁচাবাঁশ॥
পুত্র হরষিত অতি পাইবে বিভব।
কিনিবে কাচার নামে বাছা থান সব॥
দেশাচার হেতু দুঃখ করিতে প্রচার।
দশ দিন এক সন্ধ্যা করিবে আহার॥
তার পরে আলচা'লে মাখাইয়া কলা।
ফেলিবে তোমার নামে পিণ্ড কয় দলা॥
ওরে মন সেই কয় কলার সহিতে।
উঠিবে তোমার নাম অবনী হইতে॥
কান্না পরিহার করি তোর প্রিয় দলে।
মন সুখে ঘরকন্না করিবে সকলে॥

কিন্তু তুমি কোথা যাবে কোন্ পথ দিয়া।
তারা কি বারেক তাহা দেখিবে ভাবিয়া॥
মজিয়া বিষয় বিষে না চাহিয়া পিছু।
আপন পাথেয় ঠিক না করিলে কিছু॥
সে বড় দুর্গম পথ শঙ্কার আধার।
গমন করিলে পান্থ নাহি ফিরে আর॥
এতেক যাতনা সয়ে যেখানে যাইবে।
চারিদিকে সমুদয় নূতন দেখিবে॥
আপনার পক্ষ হয়ে কহে দুটো কথা।
এমন আত্মীয় আর কেহ নাই তথা॥
কেবল আছেন ধর্ম্ম দুর্ব্বলের গতি।
তাঁহার সহিত তোর বিপক্ষতা অতি॥
বুঝিতে না পারি তব কিপ্রকার ভাব।
বিপক্ষগণের সহ সদা কর ভাব॥
মোহরূপ ঘনে তোরে আচ্ছাদিল মন।
লোভ বজ্র গর্জ্জন করিছে ঘন ঘন॥
অহঙ্কার বারি বর্ষিতেছে অনিবার।
প্রণয় ক্ষেত্রের শস্য করিছে সংহার॥
অতএব মন তোরে বলি পুনঃ পুনঃ।
মুক্তি যদি চাহ তবে ভক্তিভাবে শুন॥
বহিয়া বিবেক বায়ু নাশি জলধরে।
প্রকাশ করহ জ্ঞান-রূপ প্রভাকরে॥

মায়া ছাড়ি ভাব রথে প্রেম-পথে যাও।
ঈশ্বরের প্রতি সদা জ্ঞান-চক্ষে চাও॥
পাইবে পরম পদ নিত্য সুখে রবে।
বিশ্ব জনকের অতি প্রিয় পুত্র হবে॥

মনের প্রতি উপদেশ।

দীর্ঘ-ত্রিপদী।

বুঝিতে না পারি মন, দেখিয়া পরের ধন,
কি কারণ বিষাদিত হও।
ছাড়িয়া ধর্ম্মের ভূমি, নিজ কর্ম্মভোগে তুমি,
দ্বেষের প্রদেশে কেন রও॥
না ভাবিয়া কালাকাল, যেখানে মায়ার জাল,
সেই খানে চালহ চরণ।
শুনিলে পরের যশ, অভিমান পরবশ,
কি কারণে হও ওরে মন॥
স্থির চিত্তে দেখ যদি, সুদীন সম্রাড়বধি,
তোরমত সুখী আছে কেবা।
রাজ রাজেশ্বর যাঁরা, নিয়ত করেন তাঁরা,
ভক্তিভাবে ভাবনার সেবা॥
দেখিলে পরের সুখ, সদা কর অধোমুখ,
স্বমনে ভাবনা একবার।

নিয়ত যাহার কাছে, জগত জনক আছে,
কিসের অভাব ভবে তার॥
নিকটে স্বজন নাই, এ অসার ভাব নাই,
যদি মন মনে কর ত্রাস।
না দেখি অসার জনে, কি ভয় তাহার মনে,
যাহার মায়ের কোলে বাস॥
তোমার জনক যিনি, অতি বিবেচক তিনি,
তাঁর মত জ্ঞানী নহে কেহ।
কি কীট, পতঙ্গ, নর, যাদোগণ, বনচর,
সকলের প্রতি সম স্নেহ॥
দেখ বায়ু, হুতাশন, অবনী, আকাশ, বন,
প্রথমতঃ এই পাঁচ ভুত।
তোমার সুখের তরে, এক যোগে বাস করে,
হইয়া আদেশবহ দূত॥
দেখ দেখি একবার, মনোহর কি প্রকার,
আপনার সদমের শোভা।
গগনের যত তারা, তোমার ভবনে তারা,
প্রকাশিছে মাণিকের প্রভা॥
দিবানিশি রবি শশী, নিয়মে দুজনে বসি,
রাখেন গৃহের দুই দ্বার।
কি সুখ এ ঘরে থাকা, পবন টানেন পাখা,
বরুণ করেন পরিস্কার॥

আবাসের চারিপার্শ, সুশোভিত বারমাস,
রমণীয় উদ্যানের তরে।
গূঢ় মর্ম্ম বুঝা ভার, ছয় জন মালি তার,
আজ্ঞা অনুসারে কর্ম্ম করে॥
বসিয়া পাদপোপরে, পিকবরে গান করে,
স্বরেতে যোগির হরে মন।
নর্ত্তকীর ভাবে নিত্য, শিখি দলে করে নৃত্য,
চিত্তহর ধরিয়া ভূষণ॥
অপরের সরোবরে, সরোজিনী শোভাকরে,
তাহাতে না যায় মনঃ ক্ষুধা।
তোমার সরসী জলে, সতত মাণিক জ্বলে,
সলিলের মাঝে আছে সুধা॥
রাখিতে তোমার পদ, ঘোড়া গাড়ি কি দ্বিরদ,
চড়িবার কিছু নাই কাষ।
যে পদ তোমার আছে, হয় করী তার কাছে,
কথায় কথায় পায় লাজ॥
রাখিলে দিনেশ ঘোটে, অশেষ আপদ ঘোটে,
কেবল জীবনে তারা চলে।
তোমার কলের তরী, সব দিবা বিভাবরী,
চালাইলে চলে জলে স্থলে॥
রাখিয়া আপন কোলে, অতি সুমধুর বোলে,
তুষিবারে সন্তানের রতি।

সুরস সামগ্রী যত, দিতেছেন অবিরত,
তোমারে জননী বসুমতী ॥
আপন মন্ত্রির দোষে, স্বর্ণ-পরিপূর্ণ কোষে,
শূন্যময় দেখহ কেবল।
তোষামোদী বাক্যে ছলি, বিপক্ষ হইল বলি,
গুণ জ্ঞান হরিল সকল ॥
অতএব রিপুচয়, প্রথমে করিয়া জয়,
আনহ আপন কর তলে।
পৈতৃক বিভব তব, এই জগতের সব,
অধিকার কর জ্ঞান বলে ॥
ধর্ম্ম রাজ্যে দেহ ভার, সাংসারিক মন্ত্রণার,
যন্ত্রণার উচ্ছেদ হইবে।
ঘুচিবে সকল ক্ষোভ, না হবে কনকে লোভ,
জনকের স্বরূপ জানিবে ॥

মাতৃ-স্নেহ।

পয়ার।

মা, মা কি মধুর রব আহা মরি মরি।
সুধা কভু আর কাছে নহে সুখকরী ॥
শুনিলে প্রকিশ্রী নাম শরীর জুড়ায়।
দেখিলে মায়ের মুখ দুঃখ দূরে যায় ॥

জীব জন্তু সবাকার এ মহামণ্ডলে।
কেবল জীবন বাঁচে জননীর বলে॥
আহা কি মোহিনী মায়া মায়ের অন্তরে।
জীবের শিবের হেতু সদা বাস করে॥
দশমাস দশদিন ধরিয়া জঠরে।
যাপন আপন কাল করেন কঠোরে॥
ছাড়িয়া সুখের শয্যা ধরাতলে বাস।
অলসে অবশ দেহ সঘনে নিশ্বাস॥
আহারে অরুচি অতি ঘৃণা হয় জলে।
শির সব শরীর গ্রহণ করে বলে॥
উকির ঝুঁকিতে যত নাড়ী রাখা ভার।
বিরস সরস দ্রব্য, পোড়া মাটি সার।
শোণিত সকল হয় জলের মতন।
পাণ্ডুবর্ণ মুখে উঠে সতত জৃম্ভণ॥
পরে কালে কাল বেশে করে আগমন।
বিষম যাতনা দেয় প্রসব বেদন॥
বারেক দেখিলে তার ভীষণ আকার।
বাঁচিবার আশা মনে নাহি থাকে আর॥
সহেন জননী এই যাতনা সকল।
সুতের কমল মুখ দেখিতে কেবল॥
প্রসব করিলে পুত্র তাহার সহিত।
বাহির হইয়া যায় দেহের শোণিত॥

শরীরে না থাকে বল শীত হয় তাতে।
পলকে পলকে তাঁর খিল লাগে দাঁতে ॥
তবু কি মায়ের মায়া থাকিতে না পেরে।
ভুলেন সকল দুঃখ পুত্র মুখ হেরে ॥
যেমন সুন্দর কিছু দেখিলে নয়নে।
বিনা উপদেশে হর্ষ উপস্থিত মনে ॥
সেইরূপ প্রসবিলে সন্তান জননী।
অন্তরে আসিয়া স্নেহ উদয় আপনি ॥
তনয় যদ্যপি হয় অসিত বরণ।
প্রসূতির কাছে সেই কষিত কাঞ্চন ॥
ঘৃণা পিত্ত আহারের সুখভোগ আশা।
অপত্য হইলে তাঁর ছাড়ে দেহ বাসা ॥
সুকোমল শয্যা ছাড়ি সদা কাল থাকা।
প্রাণাধিক কুমারের মল মূত্রে মাখা ॥
গৃহ কাযে আর তাঁর নাহি সরে মন।
সতত দেখেন চক্ষে সন্তান রতন ॥
পীযূষ পূরিত স্তন স্নেহে মুখে তার।
দেখিলে মলিন মুখ অখিল আঁধার ॥
দিন দিন সিত পক্ষ সুধাকর সম।
জননীর যত্নে বাড়ে পুত্র প্রিয়তম ॥
নিয়ত কুমারে রাখি সুকুমার কোলে।
সোহাগ করেন কত সুমধুর বোলে ॥

কখন দেখান দীপ অতি সাবধানে।
কখন ডাকেন চা'য়ে সুধাকর পানে॥
"আই আই চাঁদ আই, আই আই আরে।
মণির কপালে মোর টিক দিয়া যারে॥"
আইলে ঘুমের কাল পুত্রে রাখি বুকে।
ধীরে শিরে করাঘাত এই বোল মুখে॥
"ঘুম পাড়ানিয়া মাসি ঘুম দিয়া যেও।
বাটা ভোরে দিব পান গাল পূরে খেও॥"
সুকুমার শিশু বসি জননীর কোলে।
প্রফুল্ল বদনে যদি ডাকে মা মা বোলে॥
শুনিলে শিশুর সেই আধ আধ স্বর।
উথলিয়া উঠে তাঁর সন্তোষ সাগর॥
তখনি কমল করে করিয়া ধারণ।
পুলকে করেন তাঁর বদন চুম্বন॥
সুতের রোদন সহ্য নহে কোনরূপে।
ভাল ভাল দ্রব্য সব দেন চুপে চুপে॥
পাইলে সুমিষ্ট কিছু করিতে অশন।
যতনে রাখেন তুলে পুত্রের কারণ॥
এরূপে পালন করি চতুষ্ক বৎসর।
জ্ঞান ধন দিতে হয় বাসনা তৎপর॥
শুভদিন শুভযোগে হাতে খড়ি দিয়া।
পাঠ হেতু পাঠালয়ে দেন পাঠাইয়া॥

তথায় তনুজ যদি মনোযোগ সহ।
শিক্ষকের উপদেশে চলে অহরহঃ ॥
নিত্য নিয়মিত পাঠ করয়ে অভ্যাস।
আহ্লাদে প্রসূতি পান স্বকরে আকাশ ॥
কিন্তু যদি সন্ততির নিন্দা কেহ করে।
বিষম বিষাদে তাঁর হৃদয় বিদরে ॥
পাঠালয় হতে যদি নির্দ্দীত সময়।
দুই এক দিন ঘরে না আসে তনয় ॥
তবে পাগলের মত হইয়া অস্থির।
কেবল করেন তিনি অন্দর বাহির ॥
ব্যায়াম করিতে কিম্বা দিবাকর করে।
ইন্দুমুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম যদি ঝরে ॥
তখনি অঙ্গজে আনি আপনার পাশ।
অঞ্চলে মুছায়ে মুখ করেন বাতাস ॥
বিদ্যা আরাধন কিম্বা অর্জ্জন আশায়।
হৃদয়ের ধন যদি দূর দেশে যায় ॥
জননী বিশূন্য দেহ করিয়া ধারণ।
রাখেন তাহার কাছে আপনার মন ॥
সেখানে বিপদে যদি পড়ে সে কুমার।
মায়ের দুঃখের আর নাহি থাকে পার ॥
যেমন প্রবল ঝড় উঠিলে সাগরে।
সকল সলিল তার তোলপাড় করে ॥

সেইরূপ উঠি তাঁর ভাবনা পবন।
আন্দোলিত করে দেহ সিন্ধুর জীবন॥
নাহি পান যতক্ষণ শিব সমাচার।
কেবল রাখেন পথে চক্ষু আপনার॥
সহসা শুনেন যদি সুতের কুশল।
দর দর দুনয়নে হর্ষে বহে জল॥
ঝড়ের হইলে শেষ যেমন কীলাল।
কল কল রবে নৃত্য করে কিছু কাল॥
সেইরূপ চিন্তা ঝড় হইলে অন্তর।
হরিষে নাচিতে থাকে তাঁহার অন্তর॥
ভাবিয়া দেখিলে আর নাহি হেন জন।
পুত্র শিব অভিলাষী জননী যেমন॥
এমন মায়ের প্রতি ভক্তি যে না করে।
বৃথায় জনম তার অবনী ভিতরে॥
গুণশালী বলী কিম্বা ধনবান দীন।
কেহ না শুধিতে পারে জননীর ঋণ॥
তথাপি সে উপকার করিয়া স্মরণ।
উচিত তুষিতে সদা প্রসূতির মন॥

রাজার আদি কারণ।

পয়ার।

"মনুজ সৃজন বিভু করিলেন যবে।
সরল স্বভাব ছিল সমভাবে সবে॥
কাহারো লোভের সহ ছিলনা আলাপ।
পাপের প্রতাপে কেহ না পাইত তাপ॥
পরেতে বাড়িল যত মানবের কুল।
ফুটিল সংসার গাছে অধর্ম্মের ফুল॥
পরমার্থ পঙ্কজিনী করি পরিহার।
করিল মানব অলি পাপ পুষ্প সার॥
সকলের ভালবাসা হইল সে ফুল।
কাযে কাযে নরকুল নাশিবার মূল॥
পুলকে ভূলোক বাসি যত বলবান।
পদে পদে দুর্ব্বলের করে অপমান॥
তাহারা উপায় কিছু না দেখিয়া আর।
ছলে করে শক্তিমান লোকের সংহার॥
এরূপে উভয় দলে সতত বিবাদ।
সহজে বসতি করা হইল প্রমাদ॥
পরে সবে মনে মনে করিয়া মন্ত্রণা।
একতা হইল দূর করিতে যন্ত্রণা॥
স্বীয় স্বীয় স্বাধীনতা করিয়া অর্পণ।
অনেক সুজন দেখি করিল রাজন॥

তিনি নিজে পক্ষপাত বিহীন হইয়া।
পালিলেন প্রজাগণে যতন করিয়া॥
পরাধীনে পান করি সুখের সুরস।
সকলে হইল সেই ভূপতির বশ॥”

দেখিলে বিভুর মত করি বিবেচনা।
ধরণীতে দীন ধনী সম সর্ব্বজনা॥
রাজা জমীদার আদি যত সমুদয়।
ঈশ্বরের দত্ত তার কোন পদ নয়॥
সকলি মনুষ্য হতে হয়েছে নির্য্যাস।
অতএব কেহ প্রভু কেহ নহে দাস॥
না বুঝিয়া ধনমদে মত্ত হয় যেই।
পশুর সমান অতি অপদার্থ সেই॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

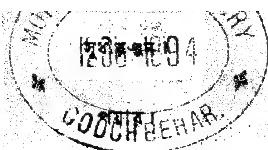
মনের রাজত্ব।

ত্রিপদী।

ত্রিদিব নগর বাসি, অনন্ত গুণের রাশি,
অখিলেশ নামে নরপতি।
অসীম বুদ্ধির বলে, করিলেন করতলে,
সুরলোক আদি বসুমতী॥

আপন পুত্রের মত, প্রজাগণে অবিরত,
পালিতেন সুচারু নিয়মে।
দুরিত জনিত রোগ, তাঁর অধিকারে ভোগ,
কেহ না করিত কোন ক্রমে॥
বিমল সুখের দলে, সদাকাল মহীতলে,
অকপটে করিত ভ্রমণ।
কিন্তু দিন দিন তাঁর, বাড়িল রাজ্যের ভার,
বসুধার দুঃখের কারণ॥
সম্রাট আপনি একা, অসংখ্য প্রজায় দেখা,
অতিশয় কঠিন ভাবিয়া।
মনে ভাবি মহাজন, এক শত কুড়ি সন,
ধরা তারে দিলেন লিখিয়া॥
কবুলতি এইরূপ, লিখিলেন মন ভূপ,
তবাধীন চিরদিন রব।
তোমার নিয়মাবলি, ছাড়িয়া যদ্যপি চলি,
লিখিত ধরণী হারা হব॥
দলিল লইয়া হাতে, স্বীয় সহচর সাতে,
বাঁশগাড়ি মহীতে করিয়া।
বাস করিবার তরে, দেহরূপ বাস ঘরে,
উপনীত হইলেন গিয়া॥
কি কব ঘরের শোভা, ত্রিভুবন মনোলোভা,
নানাবিধ কারিগুরি তারে।

দীপ না জ্বালিতে হয়, সতত আলোকময়,
পবন খেলিছে নয় দ্বারে ॥
ভববাসি প্রজাগণে, জানাইল জনে জনে,
নূতন রাজনে দিতে কর।
কিন্তু সবে তাঁর মতে না আইল কোন মতে,
দেখিলেন ষোড়শ বৎসর ॥
পরে রাগ ভরে অতি, কাম ক্রোধে সেনাপতি,
সমাদরে করিলেন মন।
আদায় করিতে কর, দুই জন গুণধর,
লোভ মোহ হইল বরণ ॥
নূতন নিয়ম ধার্য্য, করিয়া শাসিতে রাজ্য,
অমাত্য হইল অহঙ্কার।
জমী জরিপের তরে, আশা সহ সহচরে,
লইলেক আমিনের ভার।
মনের হুকুম ভারি, কিবা নর কিবা নারী,
যার যত বিপক্ষ আমার।
পরিহরি দয়া মায়া, আগুনে সবার কায়া,
পুড়াইয়া করিবা প্রহার ॥
কর আদায়ের বেলা, কভু না করিবা হেলা,
না ছাড়িবা ক্রান্তি কাক তিল।
কাহারো নাহিক মাপ, স্বকরে করিবা মাপ,
যার যেই আছে বিল ঝিল ॥



[illegible]

পয়ার ।

মনের আদেশে মদনের সেনাগণ ।
অবনী শাসিতে রণে সাজে সর্ব্বজন ॥
স্মর দেব শর ধনু ধরি নিজ করে ।
তুরঙ্গে চড়িয়া রণে যায় রঙ্গ ভরে ॥
তালে তালে সুমধুর রণ বাদ্য বাজে ।
দলে দলে সেনা সব চলে নানা সাজে ॥
শিশু কি প্রাচীন যুবা সুদীন কি ধনী ।
মার মার সবাকার এইমাত্র ধ্বনি ॥
যদিও মকর-কেতু যোদ্ধা অতিশয় ।
নিমেষে অনেকে পারে করিবারে জয় ॥
তথাপি সম্মুখ ভাবে না করি সংগ্রাম ।
কেবল কৌশলে পূর্ণ করে মনস্কাম ॥
গোপনে সন্ধান করি বিষময় শর ।
প্রথমে মনুজ দলে করে জর জর ॥
পরে মুখে মিত্র-ভাব করিয়া প্রকাশ ।
ভুলাইয়া আনে সবে আপনার পাশ ॥
তথায় মধুর স্বরে বুঝাইয়া বলে ।
ভয় নাই মহাসুখে রাখিব সকলে ॥
যাহারা ভুলিয়া সেই বাক্যে হয় নত ।
পদে পদে অপমান ভোগ করে কত ॥

তাতেও ছাড়েনা কাম চাতুরী করিয়া।
সতত নিকটে রাখে শিকলে বাঁধিয়া॥
পরিশেষে সবাকার গলে দিয়া ছুরী।
কৌশলে জীবন রূপ রত্ন করে চুরি॥
মদনের সেনা সব নিষ্ঠুরের শেষ।
নিয়ত মারিছে লোক নাশিতেছে দেশ॥
কত শত রমণীর বুক চিরে চিরে।
বাহির করিয়া নাড়ী জড়াইছে শিরে॥
সুকুমার শিশুগণে মারিয়া আছাড়।
চুরমার করিতেছে শরীরের হাড়॥
কাম-রণে কত লোক গেল যমাগারে।
কার সাধ্য একাননে তা বলিতে পারে॥
আর দিগে চলে রাগ লোহিত লোচন॥
গদা করে আরোহণ করিয়া বারণ।
অরি কি আত্মীয় বল কেবা চিনে কারে।
নর নিরখিলে এক পদাঘাতে সারে॥
ঘোর ধূমে রণ-ভুমে উদয় হইয়া।
দেখিতে দেখিতে মাঝে পড়ে লাফ দিয়া॥
মহা-বেগে ভীম গদা ঘুরাইয়া করে।
পাঠায় অসংখ্য লোক কালের অধরে॥
পলাইলে নাহি ছাড়ে পাছে পাছে ধায়।
মক্ষিকার মত চূর্ণ করে এক ঘায়॥

নিমেষে মরিল এত মনুজের দল।
শোণিতে বাড়িল কত সরিতের জল॥
গিরির সমান দেখি কুণপের রাশি।
হরিষে শকুন্ত কত বেড়াইছে হাসি॥
শিবা সব দিবানিশি শব করি কোলে।
পচিবে বলিয়া কাঁদে সকরুণ বোলে॥



আদায় করিতে কর নিজ দল বলে।
লোভ মোহ দুই জন সমারোহে চলে॥
মিথ্যা প্রতারণা নামে গোয়েন্দা দুজন।
সুরাগ জানিয়া সদা করিছে ভ্রমণ॥
কাহারো তিলেক বাকি পাইলে সন্ধান।
লোভের নিকটে বলে তাদের সমান॥
লোভ মোহ উভয়েই সুগুণ সাগর।
ছলে বলে নিজ কাজ সাধিতে তৎপর॥
বঞ্চিত আমোদ রসে শয়নের সুখে।
দাও দাও সদা এই বোল মাত্র মুখে॥
বিলম্ব করিলে কেহ রাজ-কর দিতে।
মোহ কারাগারে রাখে স্বগণ সহিতে॥
কণ্টকে আবৃত বড় বিষম এ ঘর।
প্রবেশ করিবা মাত্র দেহে আসে জ্বর॥

ভ্রমেও পবন তথা প্রবিশতে না পারে।
রবি শশী ভয়ে তার নাহি যায় দ্বারে॥
কেবল কর্কট বিছা, কাল বিষ ধরে।
ধরিয়া বিষম ফণা ফোঁস্ ফোঁস্ করে॥
সন্ধি না জানিয়া বন্দি যদি দেহ নাড়ে।
মহা-দাপে কাল সাপে কামড়ায় ঘাড়ে॥
লোভের বিক্রম হেন, নর কি দেবতা।
নাহি পারে তার কথা করিতে অন্যথা॥
তাহার আদেশ মত হাজার হাজার।
রাজ্য পদ হারাইয়া বিপদ রাজার॥
কেহ কেহ জ্বালাতন লোভের জ্বালায়।
ত্রাণ পাইতেছে প্রাণ দান করি তায়॥
কেহ কেহ প্রবেশিয়া অপরের পুরী।
লোভের কারণে ধন করিতেছে চুরি॥
কেহ কেহ করে ধরি লাঠি তরবার।
করিতেছে কত শত লোকের সংহার॥
জনকের প্রতি দ্বেষ সহোদর নাশ।
কেহ কেহ পুড়াইছে পরের আবাস॥
গভীর অর্ণব পার হোয়ে কত জন।
হরিতেছে অপরের প্রাণ রাজ্য ধন॥
নরপতি করিবারে লোভে পরিতোষ।
হরিয়া প্রজার ধন পূরিতেছে কোষ॥

সুধীরঞ্জন ॥

বিচারক ছাড়ি সর্ব্ব সুধার সুরস।
অনেকেই সুধাকর উৎকোচের বশ ॥
লোভের গুণের কথা কহিব কি আর।
পবিত্রতা নাহি পায় থাইলে সংসার ॥

লঘু-ত্রিপদী।

মনের আবেশে, মনোহর বেশে,
ছাড়ি দেহ-রাজ বাটী।
ধরাইয়া আশা, চলিলেন আশা,
ধরিয়া মাপের কাটী ॥
কিছু নাই মনে, কেবল কেমনে,
ডুবিবেন নরবরে।
সদা দুই আঁখি, ঊর্দ্ধপানে রাখি,
এরূপ ভাবনা করে ॥
সহচর সব, জয় জয় রব,
করিতে করিতে যায়।
সুমধুর রত, বাদ্য শত শত,
সতত বাজিছে তায় ॥
জয় বারি পানে, সবে শঙ্কা গানে,
বিষম ডঙ্কার স্বরে।

ভয়ে কত জন, ছাড়িয়া ভবন,
গহনে প্রবেশ করে ॥
আশা মহোদয়, স্বদলে উদয়,
হইয়া জগত পুরে।
জমীদার দলে, ডাকিয়া সকলে,
বলে সম্রাটের স্বরে ॥
"যাও সবে ত্বরা, মাপ কর ধরা,
ধরিয়া মাপের কাটী।
না ছাড়িবে নদ, সরোবর হ্রদ,
বাগান বসত বাটী ॥
মনুজ নিকর, ধরিয়া নজর,
দাঁড়াইল দুই পাশে।
কেহ যোড় করে, রোদনের স্বরে,
বিনয় করিছে ত্রাসে ॥
ছাড়িয়া আলাপ, আশা মহী-মাপ,
করিতে আরম্ভ করে।
অনুচর গণ, করিয়া শাসন,
পাঠাইল চরে চরে ॥
যাপা যায় কাটা, ভুলে এক কাটা,
তঙ্কক করিলে কেহ।
যদি কেহ বলে, বিপরীতে চলে,
পুড়ায় তাহার দেহ ॥

হোলে মাপ করা, সলাপরা ধরা,
নূতন নিরিক ধরি।
আশা ভূমি জল, দিলেন সকল,
হালে বন্দ বস্ত করি॥

সেনা সহ সেনাপতি কর্ম্মচারি গণ।
রাজ্য শাসনের হেতু করিয়া প্রেরণ॥
স্বীয় সচিবের সহ মন মহীপতি।
করিতে নূতন বিধি ব্যস্ত হলো অতি॥
কিন্তু না করিতে কোন বিধির বিচার।
সহসা হইল তার শঙ্কার সঞ্চার॥
কহিলেন প্রিয় পাত্র দম্ভকে ডাকিয়া।
ভয়ে কেন . . . . . .পে থাকিয়া থাকিয়া॥
দম্ভ বলে মহারাজ ভয় কর কার।
কেহ না পারিবে কিছু করিতে তোমার॥
যেইরূপ বলবান তুমি ধরাতলে।
অবনী ফেলিতে পার অর্ণবের জলে॥
বিশেষ তোমার সেনা আছে যে সকল।
নিমেষে নাশিতে পারে শত অখণ্ডল॥

মনের উক্তি।

জানি জানি ওহে দম্ভ বলি আমি বটে।
কিন্তু এক ভয় পাছে পড়িহে সঙ্কটে॥

যখন ইজারা আমি লইলাম ধরা।
এইরূপ কবুলতি মাঝে ছিল ধরা॥
বিভুর নিয়ম যদি না পারি রাখিতে।
অধিকার না থাকিবে মোহিনী মহীতে॥
বিশেষ লোকের মুখে শুনিয়াছি সার।
ত্রিভুবন মাঝে তিনি শক্তির আধার॥
কি জানি এ সব যদি পারেন জানিতে।
তাড়িত হইব আমি ধরণী হইতে॥

দম্ভের উক্তি।

নরবর ভয় কর কিসের কারণ।
কে পারে তোমার পদ করিতে হরণ॥
কোথা থাকে পরমেশ কে জানে ঠিকানা।
জীবিত থাকিলে এতকাল যেতো জানা॥
তবে যদি আপনার মনে সন্ধ হয়।
রাখ দ্বারে বলবান দ্বারি কতিপয়॥

মনের উক্তি।

ওহে দম্ভ যেই ঘরে আমি করি বাস।
কপাট মাহিক, খোলা থাকে বার মাস॥
বিশেষ বিভুর প্রিয় আছে এক জন।
ভোজ বিদ্যা বিশারদ চতুর শমন॥
সে যবে প্রবেশ করে দেহ-রূপ ঘরে।
কার সাধ্য চেতন থাকিলে তার ধরে॥

দ্বারবান রেখে কিছু নাহি দেখি ফল।
প্রভুর অপ্রীতি লাভ করিব কেবল॥

দন্তের উক্তি।

যত কাল আমাদের থাকিবে জীবন।
মায়া করি কি করিবে মায়াবী শমন॥
তোমার নিকটে মোরা আছি এত শূর।
কভু না পারিবে কাল প্রবেশিতে পুর॥
অসম সাহস করি তবে যদি আসে।
আমরা ধরিয়া তারে দিব অনায়াসে॥

মনের উক্তি।

কি কারণে কথা কহ পাগলের মত।
হরিণের হাতে কি হে হরি হয় হত॥
নীরস তুলার রাশি তৃণ সহকারে।
প্রবল অনল কি হে নিবাইতে পারে॥
শমন আমার পুরে আসিবে যখন।
তোমাদের দেখা কিহে পাইব তখন॥
না দেখি নূতন মতে অমঙ্গল বই।
"গাছে চড়াইয়া কিহে কেড়ে লবে মই॥"

দন্তের উক্তি।

মহারাজ আমাদের জীবন থাকিতে।
বিচ্ছেদ হবেনা কভু তোমার সহিতে॥

একি ভাব কেন ভাব কাঞ্চনেরে সীসে।
বুঝিতে না পারি এত ভয় পাও কিসে॥
যে যুগল চক্ষে প্রভু বিশ্ব দেখা যায়।
নিজ মুখ তাহে কেহ দেখিতে না পায়?॥
ভূলোক নিবাসি সবে জানে জনে জনে।
আপনি আপন বল বুঝিবা কেমনে॥
সুরগণে নাহি পারে জিনিতে তোমারে।
তবে কেন ভয় কর তপন কুমারে॥
বিশেষ যমের বল কিসের অভাব।
তোমার সমান নহে তাহার স্বভাব॥
কোন্ কালে অখিলেশে করিয়া সংহার।
অধিকার করিয়াছে ত্রিদিব তাহার॥

মনের উক্তি।

ওহে দম্ভ মরণ হইত যদি তাঁর।
এতকাল না চলিত জগৎ সংসার॥
বিশেষ কালের সৃষ্টি করিলেন যিনি।
এমন মৃত্যুর বশ কভু নন তিনি॥
বিভুর শরীরে যম হইয়াছে লয়।
একথা কহিলে তবু হইত প্রত্যয়॥
যেমন জলের বিষ জনমিয়া নীরে।
ক্ষণকাল থাকি সেই জলে যায় ফিরে॥

মন্ত্রের উক্তি।

নরপতি এ তোমার বুঝিবার ভুল।
কিসে তার জীবিত সে আছে বিষমূল॥
কত আর প্রকাশিয়া বলিব তোমারে।
আপন সৃজিতে যদি নাশিতে না পারে॥
তরুর ঘর্ষণে বনে জন্মে যে অনল।
তবে কেন তাহে পোড়ে সে তরু সকল॥

মনের উক্তি।

ইচ্ছায় করেন যিনি সৃষ্টি স্থিতি লয়।
অন্যের সহিত তাঁর তুলনা কি হয়॥
তবে যদি নিরাপদে রাখিবা আমায়।
যুক্তি দেহ যাহে থাকে দুকুল বজায়॥

মন্ত্রের উক্তি।

ছিছি, ছিছি পড়ুক আমার শিরে বাজ।
বলিলাম কোন্ মুখে এরে মহারাজ॥
ভীরুতার দাস মনে দেখিতেছি আমি।
কেমন সাহসে হবে সবাকার স্বামী॥ } মনে মনে
হে রাজন্ প্রিয়জন ভাবিয়া তোমারে।
দিলাম আপন যুক্তি শক্তি অনুসারে॥
তবে যে বিহিত তব বিবেচনা হয়।
বারণ না করি তাহা কর মহাশয়॥

বকা বকি করি মিছে কি হইবে আর।
এ কপালে যশ নাই জানিয়াছি সার ॥
নতুবা জগতে যাহা হয় নাই কভু।
কি কারণে হঠাৎ হইবে আজ্ প্রভু ॥

মনের উক্তি।

হাঁহে দম্ভ বল দেখি কি আজ্ এমন।
নুতন সংসার মাঝে হয়েছে ঘটন ॥

দম্ভের উক্তি।

মহারাজ মহীতলে ইহা বলে কে না।
"হাকিম ফিরিলে কভু হুকুম ফেরে না ॥"
কাল্ পাঠাইলে রাজ্য করিতে শাসন।
কামদেব ক্রোধ আদি সেনাপতি গণ ॥
আজ্ কি বলিয়া তুমি কোন্ মুখ নিয়া।
সে সকল লোকে পুন আনিবা ডাকিয়া ॥
কুযশ হইবে তব স্বদেশে বিদেশে।
কেহ না করিবে মান্য আর অবশেষে ॥

মনের উক্তি।

এখন আমারে তুমি কি করিতে বল।

দম্ভের উক্তি।

অলীক আশঙ্কা ছাড়ি মোর মতে চল ॥

মনের উক্তি।

বল দেখি শুনি ওহে কি মত তোমার।

দম্ভের উক্তি।

স্ব বলে স্বাধীন স্বামী হও সবাকার॥
শেষ ভাবি পরমেশে না করিও ভয়
আপন বাসনা মতে কর সমুদয়॥
ইহাতে বিপদ যদি ঘটে নরবর।
দিও দিও সব দোষ আমার উপর॥

দীর্ঘ-ত্রিপদী।

দম্ভের তাড়না ক্রমে, ভূপতি পড়িয়া ভ্রমে
পর বশ ভাবি বিড়ম্বনা।
আপনি স্বাধীন ভূপ, অবনীতে এইরূপ,
ত্বরা করি দিলেন ঘোষণা॥
পরম প্রভুর প্রতি, আর না থাকিল প্রীতি,
তপন তনয়ে পাশরিল।
আপন বাসনা মত, নুতন নিয়ম যত,
অবিরত করিতে লাগিল॥
ভয় পেয়ে সুবিচার, ছাড়ি রাজ দরবার,
পলাইল বিজন কাননে।
উৎকোচের উচ্চ রব, প্রধান প্রবৃত্তি সব,
যুক্ত হত মনের শাসনে॥

ও দিগে মদন রাগ, শাসিতে প্রজার ভাগ,
কত শত দেশ করি নাশ।
লুটিত দ্রব্যের রাশি, লোয়ে সমারোহে আসি,
উপনীত মনের আবাস ॥
মিটাতে মনের ক্ষোভ, কয়াদায় করি লোভ,
দেহ পুরে করিল প্রবেশ।
মাপিয়া মৃত্তিকা নীরে, আশা আইলেন ফিরে,
আলো করি সমুদয় দেশ ॥
সকল দেখিয়া সবে, মহারাজ মহোৎসবে,
সবাকারে করি সমাদর।
হীরা মনি মরকত, মাণিকাদি জহরত,
শিরপা দিলেন বহুতর ॥
যত ছিল সমুদয়, ঘুচিল ভূপের ভয়,
দেহ-পুরে জয় জয় রব।
তানপুরা ধরি করে, কালোয়াতে গান করে,
নাচিছে বায়ের দল সব ॥
শরীর ছাড়িল শোক, সুদীন পীড়িত লোক,
কেহ নাহি থাকে নিরামোদে।
মনের আদেশ পেয়ে, শহরের বাবু ছেয়ে,
মজিলেন বার নারী মদে ॥
কে কোথা দেখেছে কার, যেইরূপ এ রাজার,
অনুপম বিষম প্রতাপ।

কি হবে বরিয়া নর, ভয়ে মরে দিবাকর,
অনলের অঙ্গে উঠে তাপ ॥
দিবা নিশি দেশে দেশে, পবন বেড়ায় ভেসে,
মহী কাঁপে মনের জ্বালায়।
গগণের তারাচয়, পাইয়া পরম ভয়,
থেকে থেকে ছুটিয়া পলায় ॥

পয়ার।

দেহ-পুরে হইতেছে অশেষ আমোদ।
ভূলোক বাসির কিন্তু বিষম বিপদ ॥
কত লোক কাম-বাণে হোয়ে আদুমরা।
কাতর হইয়া অতি ধরিয়াছে ধরা ॥
কত লোক জ্বালাতন রাগের জ্বালায়।
মারিছে অসির কোপ আপন গলায় ॥
লোভের তাড়না ভয়ে কত শত জন।
পারাবার পার হোয়ে করে পলায়ন ॥
কত লোক বাঁধা আছে মোহ কারাগারে।
স্বকীয় শরীর কেহ নাড়িতে না পারে ॥
আশার আসার সাড়া পেয়ে কত লোক।
রহিয়াছে দাঁড়াইয়া স্থির করি চোক ॥
একাহ ঈশ্বর কোন কার্য্যের কারণ।
করিলেন হতভাগা মর্ত্ত্যে আগমন ॥

সুদীন জনের তথা শুনিয়া বিলাপ।
আপন অন্তরে মহা পাইলেন তাপ॥
তখনি প্রজার দুঃখ করিতে মোচন।
ডাকিলেন* বিবেক নামেতে এক জন।
বিক্রমে বিশাল ইনি গুণের সাগর।
ভাল মন্দ বিবেচনা করিতে তৎপর॥
বিবেক প্রভুর আজ্ঞা নিজ শিরে ধরি।
দাঁড়ান নিকটে আসি যোড় কর করি॥
তাঁহারে নিকটে দেখি ত্রিলোকের রাজ।
বলিলেন ত্বরা যাও দেহপুর মাঝ॥
শুনিলাম তথা নাকি মন মহাজন।
করিতেছে অতিশয় প্রজার পীড়ন॥
আমার নিয়ম আর নাহি মানে সেই।
মহীর স্বাধীন স্বামী হয়েছে নিজেই॥
ইজারার কবুলতি এই লও সাতে।
আগে কিছু না বলিয়া দিও তার হাতে॥
পরে সুধাইবে সব উত্তর উত্তর।
অতি সাবধানে শুনো কি দেয় উত্তর॥
দোষী যদি হয় সেই প্রমাণের দ্বারে।
বিচারের মতে তুমি সাজা দিও তারে॥

বিবেক 'যে আজ্ঞা' বলি লোয়ে সেনাদলে।
মনের শাসন হেতু দেহ-পুরে চলে ॥
সহসা মনের সহ না করি বিরোধ।
আগে তার নয় দ্বার করিলেন রোধ ॥
আপনি শরীর ঘরে প্রবেশ করিয়া।
সভা করি বসিলেন স্বগণ লইয়া ॥
দুজন প্রধান দূত খোলা করবারে।
তখনি চলিল দোষী মনে ধরিবারে ॥
কিবা ঈশ্বরের ইচ্ছা দোষ থাকে যার।
বাতাসে নড়িলে পাতা প্রাণ উড়ে তার ॥
আইল দূতেরা যবে মনের সম্মুখ।
দেখিয়া তাহার ভয়ে শুকাইল মুখ ॥
কি করে উপায় কিছু না দেখিয়া আর।
আদ্ ভাঙ্গা স্বরে সুধাইল সমাচার ॥
কে তোমরা এখানে আইলা কি কারণ।
প্রতারণা না করিয়া বল বিবরণ ॥
দূত বলে মোরা সব বিবেকের চর।
আজ্ঞা মতে আসিয়াছি তোমার গোচর ॥
নিজ কর্ম্মচারীগণে লইয়া ত্বরায়।
চল চল নরপতি তাঁহার সভায় ॥
মন বলে কি বলিস হাঁরে দুরাচার।
কেবা সে বিবেক তোর সভা কোথা তার ॥

দূতের উক্তি।

জ্ঞান আঁখি ঢাকা তোর পাপরূপ ঘনে।
সে মহা-পুরুষে তুই চিনিবি কেমনে ॥
শুনিয়াছ অখিলেশ ত্রিলোকের পতি।
এ বিবেক তাঁহার প্রধান সেনাপতি ॥
তোমার অহিতাচার করিয়া শ্রবণ।
আসিয়াছে প্রতিফল করিতে অর্পণ ॥
হৃদয় মন্দিরে সভা বসিয়াছে তাঁর।
সেনা সব ঘিরিয়াছে তোমার আগার ॥
করোনা ওজর চল তাঁহার নিকট।
নতুবা তোমার বড় ঘটিবে সঙ্কট ॥

ত্রিপদী।

শুনিয়া দূতের বাণী, বিষম বিপদ মানি,
মন আর না দেখি উপায়।
নজর লইয়া হাতে, স্বগণ করিয়া সাতে,
চলিলেন রাজার সভায় ॥
উদয় হইয়া তথা, বদনে না সরে কথা,
দাঁড়াইল যেন চিত্রপট।
বিবেক ত্বরায় অতি, ইজারার কবুলতি,
ধরিলেন তাঁহার নিকট ॥

শুকাইল পদ্মানন, দলীল দেখিয়া মন,
দু নয়ন করিলেন স্থির।
নিশ্বাস হইল রদ্ধ, ঘন ঘন কাঁপে পদ,
ঘামে সব ভাসিল শরীর॥
দেখিয়া বিকৃতি ভাব, বিবেক মনের ভাব,
অনায়াসে করি অনুভব।
বিশেষ জানার তরে, তথাপি কোমল স্বরে,
সুধালেন সমাচার সব॥
"হাঁহে মন বল দেখি, তোমার বিচারে একি,
নহে তব বুঝিবার ভ্রম।
ইজারা করিয়া ভূমি, কাহার কথায় তুমি,
ভাঙ্গিয়াছ বিভুর নিয়ম॥

মন বলে মহাশয়, এ আমার দোষ নয়,
অহঙ্কার এ রোগের মূল।
তাহার কথায় ভুলে, পিছু পানে চোক তুলে
না চাহিয়া ঘটিল তুমুল॥
সেই তোষামোদ করি, পতঙ্গে করিল হরি,
বাড়াইল আমার বিক্রম।
তাহার কথায় আমি, হইয়া কুপথগামী,
ভাঙ্গিলাম বিভুর নিয়ম॥

লোভ মোহ ক্রোধ কাম, প্রজাগণে অবিরাম,
করে নাই অপমান বই।
আমি তা সবারে প্রভু, প্রহার করিনে কভু,
তবে কিসে অপরাধী হই॥
সবাকারে আনি ডেকে, সত্য মিথ্যা একে একে,
সুধান্ আপনি সবিশেষ।
এক জন করে দোষ, আরের উপরে রোষ,
বুঝি তাই ঘটে মোর শেষ॥

শুনিয়া তাহার বাণী, বিবেক পরম জ্ঞানী,
একে একে ডাকিয়া সকলে।
মনের বাসনা মত, কাম দেবে প্রথমতঃ,
সুধালেন সবিশেষ ছলে॥

পয়ার।

"হাঁহে কাম বল দেখি কিসের কারণ।
করিলেন পরমেশ তোমার সৃজন॥"

কামের উক্তি।

জগতে নূতন প্রজা করিতে পত্তন।
হয়েছে আমার এই ভবে আগমন॥

বিবেকের উক্তি।

তবে কি কারণে তুমি তাহা না করিয়া।
বেড়াও ভূলোক মাঝে লোক বিনাশিয়া॥

কামের উক্তি।

দেখুন বিচার করি আপনিত জ্ঞানী।
স্বেচ্ছায় কাহার কিবা করিয়াছি হানি॥
মনের সেবক মোরা চিরকাল সবে।
তাঁর মতে না চলিলে কিসে পদ রবে॥
করেছেন পরমেশ অধীন তাঁহার।
বেজার হইলে তিনি চলেনা আহার॥
প্রজায় শাসিতে নারি মন মহীপতি।
সমাদরে করিলেন মোরে সেনাপতি॥
কাযে কাযে আপনার যত দূর বল।
করিয়াছি তাঁর হেতু প্রকাশ সকল॥
মিছা নয় মহোদয় কত শত লোক।
গমন কোরেছে মোর বাণে পর-লোক॥
অদ্যাপি অবনী বাসী মানব সকলে।
উঠিলে আমার নাম আগে রিপু বলে॥
কিন্তু মহীতলে আমি উপকারী বই।
মনুজ দলের কভু অপকারী নই॥
আমা বিনা না হইত জীবের সঞ্চার।
এত দিন ছারে খারে যাইত সংসার॥
তবে পরিতোষ করি মন মহারাজে।
ঘৃণিত হয়েছি অতি অনেকের মাঝে॥

কি লাভ হইবে মোরে করিলে তাড়ন।
আগে কর মহাশয় মনের শাসন॥
মন যদি নাহি পড়ে ভ্রম-বারি কূপে।
নর কি যাতনা কভু পায় কোন রূপে॥
মনই দোষের মূল তাঁর কথা ক্রমে।
কেবল পাপের দল দেশে দেশে ভ্রমে॥
লোকের মঙ্গল করি যদি চান যশ।
প্রথমে করুন মনে আপনার বশ॥

পয়ার।

স্মর মুখে সবিশেষ করিয়া শ্রবণ।
বিবেক বিদায় তারে দিলেন তখন॥
কিন্তু তার কথা দৃঢ় করিবার তরে।
রাগে ডাকিলেন রাগে বিচারের ঘরে॥
উদয় যখন ক্রোধ হইল তথায়।
লোহিত লোচনে তিনি কহিলেন তায়॥
হাঁরে রাগ কার কথা ক্রমে তুই বল্।
বল করি বিনাশিলি মনুজের দল॥
স্বেচ্ছায় হইলি ভবে শত্রু সবাকার।
এখন কিছুতে তোর না দেখি নিস্তার॥

ক্রোধের উক্তি।

লঘু-ত্রিপদী।

না করি বিচার, কেন বার বার,
হে বিবেক গুণধর।
মিছা সাধে সাধে, কোন অপরাধে,
আমারে তাড়না কর॥
আমি আছি যেই, হোয়ে থাকে সেই,
দুষ্টের দমন ভবে।
তবু কি জঞ্জাল, মোরে চির কাল,
শত্রু শত্রু বলে সবে॥
তবে চির দিন, মনের অধীন,
কোরেছেন পরমেশ।
চলে না কি করি, তাঁর মতে চরি,
বিনাশ করিয়া দেশ॥
মোর প্রতি হেন, কোপ দৃষ্টি কেন,
কিছুই বুঝিতে নারি।
মহাশয় মনে, রাখিলে শাসনে,
আমি কি করিতে পারি॥

বিবেক সুজন, ক্রোধের বচন,
শ্রবণ করিয়া কাণে।

ডাকিলেন দোহ, লোভ আর মোহে,
আপনার সন্নিধানে॥
বলিলেন হাঁরে, কেন সবাকারে,
বিষম যাতনা দিলি।
কার বোলে নর, বিনাশিয়া কর,
আদায় করিয়া নিলি॥

লোভের উক্তি।

ত্রিপদী।

লোভ যোড় করে কয়, বিবেক মহাশয়,
আপনিত গুণের আধার।
কাতরে করুণ হোয়ে, বিশেষ প্রমাণ লোয়ে,
বিধি মত করুন বিচার॥
ইচ্ছাক্রমে আপনার, অহিত করেছি কার,
তবে আমি মনের অধীন।
কি করি মানুষ কত, তাঁহার আদেশ মত,
বিনাশ করেছি প্রতি দিন॥
না তুষিলে মন ভূপে, অবনীতে কোন রূপে,
থাকিতে না পারিতাম প্রভু।
অগত্যা বিপথ গামী, ফলে মহাশয় আমি,
প্রজার বিপক্ষ নই কভু॥
আমি না থাকিলে লোকে, না তরিত ইহ-লোকে,
ধর্ম্ম কর্ম্ম দূরে যেতো সব।

আতপে কৃষক দল, কভু না ধরিত হল,
না থাকিত দানের গৌরব ॥
পৃথিবী পুরিত ঘাসে, স্বামী ভার্য্যা এক বাসে,
কখনই না করিত বাস।
পশু বৎ নিরন্তর, থাকিয়া করিত নর,
অনাদরে বিদ্যায় বিনাশ ॥

মোহের উক্তি।

পয়ার।

মোহ বলে মহাশয় মোর দোষ কিবা।
মনের আদেশে আমি ফিরি নিশি দিবা ॥
মিছা নয় তাঁর আজ্ঞা ক্রমে নর-গণে।
রাখিয়াছি কারাগারে নিগূঢ় বন্ধনে ॥
যদিও যাতনা তারা পাইতেছে তায়।
না পারিবে অপরাধি করিতে আমায় ॥
কারণ প্রভুর কাছে কর্ম্মচারিগণ।
প্রাণ পণে হইবেক বিশ্বাসভাজন ॥
আমিত মনের দাস বিদিত ভুবনে।
তবে তাঁর বিপরীতে চলিব কেমনে ॥
কেবল অজ্ঞানরূপ তিমিরের ঘোরে।
মনুষ্যনিকর বলে প্রতিপক্ষ মোরে ॥
ভাবিয়া না পাই হায় কি কালের গতি।
ফলে আমি সবাকার হিতকারী অতি ॥

আমি না থাকিলে কিহে সন্তান রতন।
পালিতে জননী এত করিয়া যতন॥
কেবল আমার জন্য মানব নিকর।
হইয়া সমাজবদ্ধ থাকে নিরন্তর।
ক্ষণকাল আমি যদি ছাড়ি এ সংসার।
মোহিনী ধরণী ধামে বাস করা ভার॥
জানেন বিশেষরূপ সকলের ভাব।
আমারে তাড়না করি কি হইবে লাভ॥
আপনি করেন যদি মনের শাসন।
কি করিতে পারি মোরা অনুচর গণ॥

লোভ মোহ নিবেদিলে বিবরণ সব।
স্বমনে মনের দোষ করি অনুভব॥
তদুভয়ে গুণাকর সাবধানে রাখি।
আনিলেম আশা আর অহঙ্কারে ডাকি॥
বলিলেন হাঁহে আশা কিসের কারণে।
পাতিয়া কু-আশা জাল জড়াইলে মনে॥

আশার উক্তি।

আশা বলে অপরাধ কি দেখিলে মোর।
তবে মনিবের দোষে হইয়াছি চোর॥
দেখুন আপন মনে বিবেচনা করি।
কে কোথা আমার সম আছে শুভকরী॥

কেবল আমায় বলে যত জীবগণ।
দারুণ সংসার ভার করয়ে বহন ॥
যখন বিষম যম দূত সহকারে।
আগমন করে কোন লোকে ধরিবারে ॥
মহা কফে বিকারীর কণ্ঠ করে রোধ।
শরীর পাষাণ সম হিম হয় বোধ ॥
সন্নিহিত ভিষকের মুখ দেখি ভার।
চারি দিকে বন্ধুগণ করে হাহাকার ॥
রোগী নিদারুণ জ্বালা সহিয়া নিদানে।
সাহায্য কারণে চায় সকলের পানে ॥
কিন্তু শোকাকুল হোয়ে প্রিয় পরিবারে।
প্রাণের ভরসা কেহ নাহি দেয় তারে ॥
সহজে কাঁদিয়া ছাড়ে সঘনে নিশ্বাস।
তখনো তাহার সহ আমি করি বাস ॥



যখন সমুদ্র যান করি আরোহণ।
গভীর অর্ণব মাঝে যায় কোন জন ॥
একে পোতারোহী নেত্রে না দেখিয়া কূল।
কেমনে তরিব এই আতঙ্কে আকুল ॥
তাহে যদি অকস্মাৎ হইয়া উদয়।
প্রবল প্রতাপ সহ ঝঞ্ঝাবাত বয় ॥

পর্ব্বত সমান উঠি তরঙ্গ নিকরে।
পারাবার পোত সহ কত রঙ্গ করে॥
কখন ডুবায় জলে কখনো ভাসায়।
নাবিক ছাড়িয়া হালি করে হায় হায়॥
জড়ের সমান সবে ঝড়ের কৌতুকে।
ডুবিল ডুবিল এই বোল মাত্র মুখে॥
ভয়ে আরোহির মুখে নাহি সরে ভাষ।
তখনো তাহার সহ আমি করি বাস॥

অধিক কহিব কত ওহে গুণধারি।
শুধু আমি মানবের নই উপকারী॥
ভাবিয়া দেখিলে স্থির ভাবে মহাশয়।
ধর্ম্ম কর্ম্ম সমুদয় আমা হতে হয়॥
আমি না থাকিলে বল কোথা কোন জনা।
করিত চরম ভাবি সত্য আলোচনা॥
মরিলে কি হবে তার ঠিকানা কে জানে।
তথাপি আমার জন্য পরলোক মানে॥
সুজন পড়িলে সাংসারিক দুঃখ কূপে।
তখনি তাহারে আমি বলি চুপে চুপে॥
এ দিন রবেনা তব ভাবনা কি তার।
পরিণামে নিত্য সুখ হইবে তোমার॥

সবিশেষ নিবেদন করিলাম সব।
করুন বিচার মতে যা হয় সম্ভব॥
পরের করিলে হিত যদি দোষ ঘটে।
তবে মহাশয় আমি অপরাধী বটে॥
কিন্তু প্রভু তাহে যদি নাহি থাকে দোষ।
করিলেন অকারণে মোর প্রতি রোষ॥
শুভ-করী আশা আমি জানে বিজ্ঞ জনে।
কু-আশা হোয়েছি মাত্র মনের কারণে॥
তিনি কুমন্ত্রণা করি দম্ভের ভাষায়।
মন্দ পথে পাঠাইয়া দিলেন আমায়॥
শাসন করিয়া দিলে মন মহীপালে।
অশিব হবেনা কারো আর কোন কালে॥

যখন হইল শেষ আশার বচন।
বিবেক নিকটে আসি অহঙ্কারে কন॥
হাঁহে দম্ভ বড় পদ পেয়েছ অতুল।
তুমি না কি সবাকার বিপদের মূল॥
তোমার কথায় মন পড়ি ভ্রম-কূপে।
পাশরিল ত্রিলোকের পিতা বিশ্বরূপে॥
ভাঙ্গিল সুচারু মত বিধান তাঁহার।
পদে পদে অপমান করিল প্রজার॥

অহঙ্কারের উক্তি।

সভয় হইয়া দম্ভ যোড় করে কয়।
যাহা বলিলেন প্রভু মিথ্যা কিছু নয়॥
কিন্তু অপরাধ নাহি পারিবেন দিতে।
না গেলে কে পারে কারে মন্দ পথে নীতে॥
কেবল মহীতে আসা পরীক্ষা কারণ।
সবিশেষ মহাশয় জানে না কি মন?
থাকিত তাঁহার যদি বোধে অধিকার।
তবে কেন ভুলিলেন বচনে আমার॥
মনের অধীনে বাস করি বার মাস।
ইচ্ছায় পারেন তিনি করিতে বিনাশ॥
অজ্ঞানের মত তবে কিসের কারণ।
করিলেন রাজ্য ভার আমাকে অর্পণ॥
যে দেশের নরপতি মন্ত্রির অধীন।
যন্ত্রণায় তার প্রজা থাকে চির দিন॥
অপরাধী আছি বটে অবনী ভিতর।
মন কিন্তু মহাশয় দোষের আকর॥
তাঁহারে পারেন যদি শাসন করিতে।
অশিব ঘটে না আর কখনো মহীতে॥
কিসে জ্ঞানিগণ কষ্ট না জানি কারণ।
ফলে সকলের আমি শোক নিবারণ॥

আমি না থাকিলে পারে কে করিতে আর।
এই ধরণীতে পাপ পুণ্যের বিচার॥
অনেকে আমার জন্য ওহে মহোদয়।
চরিতে পাপের পথে মনে করে ভয়॥
যদ্যপি বলেন প্রভু সে আর কেমন।
শুনুন বিশেষ তার বলি বিবরণ॥
যদি কোন নর যায় পাতকের পথে।
তাহারে করয়ে ঘৃণা অপর তাবতে॥
সহজে সে পথে দেখে অপমান অতি।
পুনরায় সে তথায় নাহি করে গতি॥
ঘৃণার আকর আমি শুন যে কারণ।
জগতে যদ্যপি দোষ করে এক জন॥
অপর যে দোষে দোষী নাহি হয় যদি।
অহঙ্কারে ঘৃণা তারে করে তদবধি॥

ত্রিপদী।

বিবেক পরম গুণী, সব বিবরণ শুনি,
বিবেচনা করিলেন স্থূল।
কাম ক্রোধ লোভ আদি, সকলেই অপরাধি,
কিন্তু মন অনর্থের মূল॥
তাহার আদেশ মত, অধীনেরা অবিরত
পীড়ন করিল প্রজাগণে।

শাসন করিলে তারে, আর কেহ এ সংসারে,
ডুবিবেনা যন্ত্রণা জীবনে ॥

পয়ার।

এতেক অন্তরে ভাবি বিবেক সুজন।
করিলেন সন্নিহিত মনে সম্বোধন ॥
ওহে মন সবিশেষ শুনিলে সকল।
এখন বিধান মতে বিহিত কি বল ॥
মনসিজে অপরাধি করিতেছ বটে।
কিন্তু যুক্তিমতে তার দোষ কই ঘটে ॥
আমি জানি ভাল মতে তব সেনাপতি।
ভুবন-বাসির প্রিয় হিতকারী অতি ॥
তুমি তারে মন্দ পথে না লইয়া যদি।
ভার্য্যার প্রণয়ে বদ্ধ রাখ নিরবধি ॥
রহেনা দ্বেষের লেশ দেশের ভিতরে।
সতত সকলে ভাসে সুখের সাগরে ॥
কি বলিব সুপবিত্র প্রণয়ের গুণ।
নিবেকে নিবায় যত মনের আগুণ ॥
এক প্রমদার প্রেমে বদ্ধ থাকে যারা।
দারুণ সংসার ভার তুচ্ছ করে তারা ॥
আশা অহঙ্কার ক্রোধ মোহ আদি যত।
তোমার অধীনে তারা থাকে অবিরত ॥

যে পথে লইলে সবে গেল সেই পথে।
এখন দণ্ডের যোগ্য তুমি বিধিমতে॥
এতেক বলিয়া ডাকি নিজ অনুচর।
বলেন বাঁধরে মন ভূপতির কর॥
ত্বরায় লইয়া যাও দুঃখরূপ দ্বীপে।
পরিতাপ পরিপূর্ণ কূপের সমীপে॥
সে কূপ মাঝারে মনে ফেলিবে নির্যাস।
ক্রমিগণ তার সহ করিবেক বাস॥
সমুদয় তমোময় নয়নে দেখিবে।
প্রতিক্ষণে কীটগণে দংশন করিবে॥
বিবেকের আজ্ঞা পেয়ে অনুচর গণে।
তখনি কূপের কাছে লইলেক মনে॥
সেই খানে ছিল এক প্রকাণ্ড ভূধর।
বাঁধিয়া রাখিল তাহে তাহার উপর॥
মনের দুর্গতি শুনি মানব নিচয়।
দেখিতে আইল সবে হইয়া নির্ভয়॥
ভূরুহে চড়িয়া কেহ ভূমে দাঁড়াইয়া।
মনে উপহাস করে হাসিয়া হাসিয়া॥
যমের সমান যারে দেখিয়াছে কাল্।
অনায়াসে আজ্ সবে তারে দেয় গাল্॥
কেমন বিভুর বাঞ্ছা বুঝিতে সন্দেহ।
অসময়ে পাতকির বন্ধু নয় কেহ॥

ও দিগে বিবেক লোয়ে নিজ অনুচর।
উপনীত হইলেন যথা মহীশ্বর॥
সম্ভ্রমে তাঁহারে দেখি প্রজাগণ সব।
মনের আনন্দে করে জয় জয় রব॥
বিবেক ইসারা করি বলিলে স্বচরে।
তখনি লইল মনে গিরির শিখরে॥
পরাইল বধ্যবেশ দেখিতে দেখিতে।
রুমালে বাঁধিল চোক দুবাহু দড়িতে॥
দুজনে তুলিয়া শূন্যোপরি মন ভূপে।
মহা বেগে ফেলিলেক পরিত্রাণ কূপে॥
মনের প্রাণের প্রাণ যাইবার নয়।
পদে সন্তরণ করি জল মাঝে রয়॥
কীটের কামড় কিন্তু না পারি সহিতে।
ওরে মা গেলাম রব লাগিল করিতে॥
পরে বিবেকেরে ডাকি সবিনয়ে কয়।
করুণা কটাক্ষ করি ওহে দয়াময়॥
এইবার মোরে যদি করহ উদ্ধার।
কখন এমন কর্ম্ম করিব না আর॥

অতএব শিব যদি চাও হিন্দুগণ।
আগে কর জ্ঞান বলে স্বমনে শাসন॥

তারে বশীভূত যদি পারহ রাখিতে।
কভু না পারিবে কেহ মন্দ পথে নীতে॥

তৃতীয় অধ্যায়।

ভারতবর্ষের বিলাপ।

রূপক।

আমি এক দিবস কোন সুরম্য বিজন কাননের চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রিত হইয়াছিলাম। পরে স্বপ্ন-দেবী সজ্জিতা হইয়া মন্নিকটে আগমন পূর্ব্বক আমাকে জাগরিত করিয়া কহিলেন হে মিত্র যদি বন দর্শনের অভিলাষ হইয়া থাকে অবিলম্বে আমার সমভিব্যাহারে আইস। আমি শ্রবণ মাত্রে তাঁহার অনুগামী হইলাম এবং বহুক্ষণ ভ্রমণানন্তর উল্লিখিত অটবীতে প্রবিষ্ট হইয়া যখন তাহার অতুল্য শোভা সন্দর্শন করিতেছিলাম তখন মার্ত্তণ্ডদেব অখণ্ড অণ্ড-কটাহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক চরমাচল চূড়াবলম্বী হইলেন। শশধর স্বীয় সৈন্য দল সহকারে মহাড়ম্বরে অম্বর রাজ্য শাসন করিতে আরম্ভ করিলেন। আমরা নিশাগমনে হতাশ এবং পশ্বাদির ভীষণ নাদে ভীত হইয়া এক বৃহৎ বৃক্ষারোহণ পূর্ব্বক নিঃশব্দে কাল যাপন করিতে করিতে অনতি বিলম্বে এইরূপ দেখিলাম।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

এক স্বর্গ বিদ্যাধরা, জীর্ণ পরিচ্ছদ ধরি;
তরুতলে আসি উপস্থিত।
অদৃষ্ট নেত্রের তারা, নিরন্তর নীর-ধারা,
নীরদ নয়নে বিগলিত॥
এলো কেশী একেশ্বরী, কাঁপিতেছে থরহরি,
শোকানলে সদা দেহ দহে।
শশাঙ্ক জিনিয়া মুখ, দেখিলে বিদরে বুক,
আবৃত বিষাদ বারি বহে॥
বক্ষে করাঘাত করি, বলে মারে পরিহরি,
কোথা রাম রাজীব লোচন।
দুঃখ রূপ দাবানলে, মম মন তৃণ জ্বলে,
দগ্ধ হয় শরীর কানন॥
হায় রে ভারত ভূপ, মাতৃ হৃদে চিন্তাকূপ,
খাদ্ করি লুকালি কোথায়।
তোর নামে নাম ধরি, কত কষ্টে কাল হরি,
মনে হোলে শোণিত শুকায়॥
কোথা প্রিয় পুত্র বলি, মন দুঃখ শুন বলি,
তোমা বিনে বলি কেবা আর।
ধরিয়া উদরে তোরে, লোকে ঘৃণা করি মোরে,
কুচ্ছা কথা কহে বার বার॥

মগন সাগর নীরে, ভাসাইয়া জননীরে,
কোথায় গেলিরে যুধিষ্ঠির।
প্রসূতির দুঃখ স্মরি, মা-মা মা-মা শব্দ করি,
কোলে আয় ধনঞ্জয় বীর॥
পবন তপনানলে, ইন্দ্র আদি দেব দলে,
তব রণে পরাভূত সবে।
হইয়া তোমার মাতা, আছি কোরে হেট মাথা,
শবে আর কত জ্বালা সবে॥
ওরে প্রাণাধিক কর্ণ, আমার কথায় কর্ণ,
একবার দেহরে দেহরে।
আসিয়া করহ শেষ, মায়ের অশেষ ক্লেশ,
শোকে শীর্ণ হয়েছে দেহ রে॥
চঞ্চল হোয়েছে চিত্ত, কোথায় বিক্রমাদিত্য,
বংশ সহ করিলি প্রস্থান।
বিজাতীয় অধীশ্বরে, দাঁড়াইয়া বক্ষোপরে,
মারিতেছে বিষময় বাণ॥
কোথা কবি কালিদাস, বাল্মীক্যাদি বেদব্যাস,
কোথা বাছা শঙ্কর আচার্য্য।
পুনঃ আসি পূর্ব্ব বেশে, উপদেশ কর দেশে,
স্বাধীন করিতে এই রাজ্য॥
শুনিয়া বিলাপ তাঁর, এক চক্ষে শত ধার,
শাখী হতে নামিয়া ভূতলে।

কহিলাম যোড় করে, নত হোয়ে মৃদু স্বরে,
প্রণমিয়া চরণ কমলে ॥
কে গো মাতা একাকিনী, পুত্র শোকে বিষাদিনী,
কাঁদিতেছ বিজন কাননে।
শশধর জিনি রূপে, প্রসব করিয়া ভূপে,
এখানে মা আইলে কেমনে ॥
দীন হীন এই জনে, জন হীন এই বনে,
যদি মাতা দেহ পরিচয়।
পণ করি প্রাণ রত্ন, করিব অশেষ যত্ন,
করিতে তোমার দুঃখ ক্ষয় ॥
শুনি সুবদনী নারী, নিবারি নয়ন বারি,
ছাড়ি এক সুদীর্ঘ নিশ্বাস।
বলে শুন বাছাধন, মম দুঃখ বিবরণ,
স্থূল মাত্র করিরে প্রকাশ ॥
বিদ্যাগার মহা রাজ্য, যথা ছিল দেব কার্য্য,
প্রাচীনা ভারত ভূমি আমি।
হারাইয়া পুত্রগণে, বিষাদে বিষণ্ণ মনে,
হইয়াছি মহারণ্য গামী ॥
বিদেশীয় রাজা আসি, আমার হৃদয় বাসি,
পুত্র সবে করি পরাজয়।
হরিয়া সকল ধন, করিলেক বিসর্জ্জন,
বেদ বিদ্যা আদি ধর্ম্মচয় ॥

একে বৃদ্ধা বল হীনা, তাহে হয়ে পরাধীনা,
ইচ্ছা হয় ছাড়ি এই কায়া।
কিন্তু কি বিধির চক্র, মন তাহে হয় বক্র,
কাটাইতে সন্তানের মায়া॥
মম নব্য পুত্র চয়, নাহি ভাবে ধর্ম্ম ভয়,
অতিশয় হীনবল সবে।
আমি ভাসি আঁখি জলে, তারা কিছু নাহি বলে,
এই দুঃখ কবে দূর হবে॥
অনেকে সুরার ভক্ত, পর প্রিয়া প্রেমাসক্ত,
মিছা কথা ভিন্ন নাহি কয়।
ছাড়িয়া প্রাচীন রীতি, পর ধর্ম্ম প্রতি প্রীতি,
বৃথা কাটে সুখদ সময়॥
বলিতে বলিতে মার, নাহি আর সে আকার,
পুনর্ব্বার চক্ষে ঝরে নীর।
বিনাইয়া যত ছাঁদে, ভারত জননী কাঁদে,
সাধ্য কি লিখিতে লেখনীর।
দেখি তাঁর অশ্রুপাত, শিরে হয় বজ্রাঘাত,
অচিরাৎ আসি নিজ পুরে।
বিষম ব্যাকুল মন, স্বপনের বিবরণ,
কহিতে বচন নাহি স্ফুরে॥
ভারতের পুত্র যত, জননীর দুঃখ হত,
করিবার চেষ্টা কর সবে।

নতুবা সবার পক্ষে, কোন মতে নাই রক্ষে,
সর্ব্ববৎ যাতু শাপ হবে ॥

সত্যবতীর সহিত পাপিনীর বিবাদ।

রূপক।

পূর্ব্বকালে বিশ্বপুরে বিশ্বেশ্বর নামে এক পরম কারুণিক ও ন্যায়বান্ অধীশ্বর ছিলেন। তাঁহার ইচ্ছাবতী নাম্নী পরম-রূপবতী এক মহিষী ছিল, তদীয় গর্ভে রাজার এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মে। রাজা কুমার ও কুমারীর বদন সুধাকর সন্দর্শন করিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হওত দুহিতার নাম সত্যবতী ও পুত্রের নাম ধর্ম্ম-রাজ রাখিলেন। ধর্ম্ম-রাজ তরুণ অরুণের ন্যায় সুশোভিত ও সুসুস্থ হইয়া পঞ্চম বর্ষ বয়স্ক হইলে এক জন বিচক্ষণ আচার্য্যের নিকট অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন, ঐ নৃপ-নন্দন যখন বয়ঃপ্রভাবে পূর্ণ প্রভাকরের ন্যায় প্রভাপন্ন ও অশেষ গুণ সম্পন্ন হইলেন তখন বিশ্বেশ্বর স্বীয় সন্তানের প্রতি সাম্রাজ্যের ভার সমর্পণ করিয়া স্বয়ং প্রচ্ছন্ন বেশে বনবাসী হইলেন। ধর্ম্ম-রাজ অমাত্য বর্গের সহিত পরামর্শ পূর্ব্বক পিতার প্রণীত সুচারু নিয়মাবলম্বন দ্বারা প্রজাগণকে সুশাসন ও পুত্রের ন্যায় পরম যত্নে পালন করিতে লাগিলেন। সত্যবতী যৌবন

সীমায় উত্তীর্ণ হইলে ধর্ম্ম-রাজ ন্যায়বানের সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন এবং ভারতবর্ষে এক মনোহর প্রাসাদ নির্ম্মাণ করত তাঁহাদিগকে বাস করিতে কহিলেন। সত্যবতী ভ্রাতৃ বাক্যে সম্মতা হইয়া স্বীয় স্বামির সহিত উল্লিখিত স্থানে উপস্থিত হইয়া পরমানন্দে রহিলেন। এখানে ধর্ম্ম-রাজ প্রজাপুঞ্জের অবস্থালোকনে অভিলাষী হইয়া একাকী ভ্রমণ করিতে করিতে নাক প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। তথায় সুখদা নাম্নী এক সুরূপসী কন্যার রূপ লাবণ্য সন্দর্শনে বিমোহিত হইয়া তাহার পাণি গ্রহণ করিলেন এবং নবোঢ়া প্রণয়িনীর সহিত স্বদেশে প্রত্যাগমন করতঃ পরমানন্দে কাল-যাপন করিতে ছিলেন, এমন সময়ে তথায় এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার উপস্থিত হইল।

বিশ্ব-পুরের অন্তঃপাতি নিরয় নামে এক নগর আছে তথায় নীচ বংশোদ্ভব পাতক নামে উত্তমর্ণ বাস করে, সে বহু দিন পর্য্যন্ত বাণিজ্য ব্যবসায় বিলিপ্ত থাকিয়া বহু সংখ্যক ধন সংগ্রহ করত ঐ নগরের পাপিনী নাম্নী এক বিকটাকারা কন্যাকে বিবাহ করিল। অল্পকাল মধ্যে পাপিনীর গর্ভে বহুসংখ্যক পুত্র জন্মিল, পুত্রেরা প্রাপ্ত বয়স্ক হইলে স্ব স্ব পরাক্রম প্রভাবে অনেককে করতলে আনিয়া আপনাদের জয়পদবী বিস্তার এবং ধর্ম্ম রাজের রাজ্য লুণ্ঠন, প্রজাপীড়ন প্রভৃতি অশেষ অনিষ্ট করিতে লাগিল। ধর্ম্মানুচরেরা বারম্বার বারণ করিলে তাহারা নিষেধ না মানিয়া বরং তিরস্কার করিত,

প্রজারা নিতান্ত নিরুপায় দেখিয়া রাজার নিকট আবেদন করিলে রাজা পাতকের সহিত যুদ্ধ করাই শ্রেয়ো বোধ করিলেন। কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়! যখন সেনাপতির প্রতি সৈন্য সংগ্রহের আদেশ করিলেন তখন দেখিলেন যে প্রতিপক্ষের পক্ষ হইয়া অনেকেই দুর্ব্বাক্য বলিতেছে। নৃপতি হতাশ্বাসে দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া নিজাবাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসির বেশে সুখদার সহিত বিপিনবাসী হইলেন। সত্যবতীও ভ্রাতার দুরবস্থা শ্রবণে অত্যন্ত শোকাকুলা হইয়া রোদন বদনে ধর্ম্মান্বেষণে গমন করিলেন। এ দিগে পাপ রাজা স্বীয় সৈন্য সামন্ত সহকারে ভারতবর্ষ আক্রমণ করত ধর্ম্ম কীর্ত্তি বিনষ্ট করিয়া স্বাভীষ্ট সিদ্ধ করিল এবং পাপিনীর জন্য এক মনোরম্য হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তন্নিকটে এক মনোহর সরোবর খনন করিয়া দিল। এক দিন সত্যবতী ভ্রাতৃ শোকে অধীরা হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে অত্যন্ত শ্রান্তা হইয়া পাপিনীর সরোবরের তীরে উপবিষ্টা হইলেন। ঘটনা ক্রমে পাপিনীও সেই সময়ে উপস্থিতা হইয়া সত্যবতীকে জিজ্ঞাসা করিল "তুই কে কি জন্য এখানে আসিয়াছিস্, আমাকে বল্।" সত্যবতী তাহার ভীষণাকার দর্শনে ভীতা হইয়া কোন বাক্যালাপ না করিয়া অধোবদনে রহিলেন, তাহাতে পাপরাণী রাগান্ধ হইয়া নিম্ন লিখিত মত ভর্ৎসনা করিতে লাগিল।

পাপিনীর উক্তি।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

কে তুমি কাহার নারী, বদন করিয়া ভারি;
বসি আছ নিজ অভিমানে।
আমার পতির ডরে, দেবতা কিন্নর নরে,
আসিতে না পারে এই খানে॥
মাথা হেঁট করি রহ, ডাকিলে না কথা কহ,
ভাবে বুঝি নাহি চিনো মোরে।
ঘুচাইব অভিমান, কেটে লোয়ে নাক কাণ,
বিদায় করিয়া দিব তোরে॥

সত্যবতীর উক্তি।

পয়ার।

পাপ রাণী পাপিনীর তাড়নার ত্রাসে।
সত্যবতী সতী অতি মৃদুভাষে ভাষে॥
না জেনে এসেছি যদি সরোবর তীরে।
ক্ষমা কর অপরাধ যাই আমি ফিরে॥
যেই রূপ অপরূপ তবরূপ খানি।
অনুভাবে বুঝি তুমি হবে রাজরাণী॥
প্রকাশিয়া বলিতে স্বমনে শঙ্কা হয়।
নিজ পরিচয় দিয়া নাশহ সংশয়॥

পাপিনীর উক্তি।

ত্রিপদী।

শুনিয়া পাপিনী কয়, শুন মোর পরিচয়,
মহারাজ রাণী হই আমি।
গুণবান ধীর শান্ত, মহাবল পরাক্রান্ত,
পাতক রাজন মোর স্বামী ॥
বাহু বলে মোর পতি, শাসিলেক বসুমতী,
ভয়ে কাঁপে দেবতা অসুর।
নিরয় নগরে ধাম, পাপিনী সুন্দরী নাম,
মিছারাম আমার শ্বশুর ॥
স্বামির আদেশ ক্রমে, সহচরগণ ভ্রমে,
বিনাশ করিতে রাজ নারী।
কার সাধ্য করে রণ, সকলেই করে রন,
ইন্দ্র চন্দ্র আদি আজ্ঞাকারি ॥
মম প্রিয় পুত্র দ্বেষ, জয় করি বঙ্গদেশ,
মন সুখে সদাকাল হরে।
কলিঙ্গেতে পরদার, ভ্রমিতেছে দ্বার দ্বার,
কার সাধ্য কে বারণ করে ॥
দেখিয়া দেশের গতি, করিলেন মোর পতি,
বিশ্বাস ঘাতকে সেনাপতি।

নাহি ভয় অপমানে, সকলে সমান মানে,
নাহি জ্ঞান ভার্য্যা আর পতি ॥
আপনি রজনী অহ, শ্বশুর পতির সহ,
ভারতের রাজ্যে করি বাস।
সাধের কোলের ছেলে, না পারি থাকিতে ফেলে,
ভীরুকে রেখেছি নিজ পাশ ॥
কি কব অধিক আর, সমুদয় অধিকার,
ত্রিলোক আমার করতল।
অতএব পুনঃ পুনঃ, বলিতেছি শুন শুন,
আপনার পরিচয় বল ॥

সত্যবতীর উক্তি।

লঘু-ত্রিপদী।

শুন যাহা জানি, পাতকের রাণী,
বিশ্বপুর অধিপতি।
ধর্ম্মের ভগিনী, আমি অভাগিনী,
নাম সত্যবতী সতী ॥
পাতকের ভয়ে, সশঙ্কিত হয়ে,
ভ্রাতা প্রবেশিল বন।
তাঁহার উদ্দেশে, এসেছি এ দেশে,
শুন সব বিবরণ ॥

কি বলিব হায়, বুক কেটে যায়,
ভাসি শোক পারাবারে।
এ ভারত ভূমি, যার কর্ত্রী তুমি,
ছিল মম অধিকারে॥
সত্য যুগে সবে, মহা মহোৎসবে,
পূজিত আমার পদ।
আমার বচনে, সবে প্রাণ পণে,
করিত না মিছা মদ॥
অনেকে ত্রেতায়, পূজিত আমায়,
কি বলিব মোর মাতা।
দাশরথি রাম, মোরে অবিরাম
কহিতেন মাতা মাতা॥
অপরে দ্বাপরে, মহা সমাদরে,
অনেকে শরণ নিল।
স্থির শান্ত বীর, ভীষ্ম যুধিষ্ঠির,
আমার অধীন ছিল॥
কত কাল তারা, মুদিয়াছে তারা,
অদ্যাপি তাদের যশ।
পক্ষিরূপ ধারি, বিপক্ষ বিস্তারি,
ভ্রমিতেছে দিক্ দশ॥
কাল পেয়ে কলি, পাপ রাজ বলি,
স্ববলে হরিল সব।

কি করিতে পারি, নিজে ক্ষীণা নারী,
হোয়েছি জিয়ন্তে শব ॥
যদি পুনরায়, করতলে পায়,
ভারত ভূমির লোক।
পাপ কুল নাশি, তোরে করি দাসী,
তবে মোর যায় শোক ॥
দস্যু বৃত্তি করি, ধর্ম্ম ধন হরি,
সাজায় তোমার বেশ।
তোর পাপ পতি, অতি মূঢ় মতি,
লোকেরে দিতেছে ক্লেশ ॥

পাপিনীর উক্তি।

পয়ার।

শুনি বাক্য লোহিতাক্ষ পাপের ঘরণী।
এখনি নাশিয়া তোরে শাসিব ধরণী ॥
নিজ বলে কথা কহ ওলো কালামুখি।
কোন্ কালে তোরে ভজে কে কোথায় সুখী ॥
তোমার কারণ রাম গিয়াছিল বন।
ছল করি তার সীতা হরিল রাবণ ॥
কাননে কাননে ভ্রমে রোদন করিয়া।
কি লাভ হইল বল তোমারে ভজিয়া ॥

প্রাণের অধিক তব রাজা যুধিষ্ঠির।
তার সহ পাশা খেলে দুর্য্যোধন বীর ॥
ছলে রাজ্য নিয়া দিল বনে পাঠাইয়া।
কি লাভ হইল বল তোমারে ভজিয়া ॥

মহাবলী বলিরাজ তোমার কারণ।
বামনে করিল দান সব রাজ্যধন ॥
পাতালে রহিল শেষে সম্পদ ছাড়িয়া।
কি লাভ হইল বল তোমারে ভজিয়া ॥

ত্রিপদী।

বল পাপ অধিকারে, অসুখী বলিব কারে,
সদা সবে পায় সুখ পদ।
পরিবারে দিয়া ফাকি, উপার্জ্জন করি চাকি,
অবিরত পান করে মদ ॥
জননীরে পদাঘাত, না দেয় ভার্য্যারে ভাত,
বারাঙ্গনা হইয়াছে সার।
ধর্ম্ম গলে দিয়া ফাঁসি, অনেকেই অভিলাষী,
সতত করিতে পরদার ॥
রাজ-কর্ম্মচারি যারা, উৎকোচ গ্রাহক তারা,
ভূপালের সুবিচার নাই।

অর্থ পাইবার তরে, নিজ হাতে নাশ করে,
প্রাণাধিক সহোদর ভাই ॥

সত্যবতীর উক্তি,

শুনি সত্যবতী সতী, কাতর হইয়া অতি,
ধীরে ধীরে কন্ পাপিনীরে।
বলিয়া প্রজার দুখ, বিদার করিলি বুক,
আমারে ভাসালি দুখনীরে ॥
আহা মরি আর কবে, ভারতবর্ষের সবে,
ধর্ম্ম-রাজ অনুরাগী হবে।
করেতে করিয়া শূল, নাশিয়া পাপের কুল,
পূর্ব্ববত সগৌরবে রবে ॥
হাঁলো পাতকিনি রাণি, আপন গুণের বাণী,
কি আর বলিব তোর কাছে।
অধম ভেকের দল, কেমনে জানিবে বল,
শত দলে কত গুণ আছে ॥
ছাড়িয়া পাপের মত, যে আমারে অবিরত,
ভক্তি ভাবে মনে মনে ডাকে।
তাহার না রহে দুখ, সতত স্বমনে সুখ,
শমনের ভয় নাহি থাকে ॥

পয়ার।

তাপিনী পাপিনী রাণী মহারাগে বলে।
এ মাগির কথা শুনে জলে অঙ্গ জ্বলে॥
মনে করিয়াছ হাঁলো সত্যবতি তুমি।
পুনরায় প্রাপ্ত হবে এ ভারত ভূমি॥
কৌশল করিয়া ক্রমে বিস্তারিয়া পাশ।
দিয়াছি সবার গলে অসত্যের ফাঁস॥

ত্রিপদী।

পাতকিনী ক্রোধানলে, যত নিজ বলে বলে,
ঝরে জল সতীর নয়নে।
ছাড়ি সরোবর তীরে, চলিলেন ধীরে ধীরে,
ব্রহ্মসভা লক্ষ্য করি মনে॥
প্রখর রবির করে, দগ্ধ করে কলেবরে,
তথাপি মা চিন্তাকরে মনে।
কেমনে করিব পার, এই ভব পারাবার,
ভারত ভূমির পুত্রগণে॥
ওহে প্রিয় হিন্দুদলে, ভব সাগরের জলে,
তরিতে তরণী যদি চাও।
ধরিয়া যুদ্ধের বেশ, সহিয়া কিঞ্চিৎ ক্লেশ,
সত্যবতী আনিবারে যাও॥

দ্বেষ এবং ক্রোধের সহিত সুশীলের বিবাদ সূত্রে দ্বেষের প্রতি প্রকৃতি সতীর উপদেশ।

অতি প্রাচীন কালে সর্ব্বেশ্বর নামে এক সর্ব্ব গুণশালী সম্রাট ছিলেন। স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল সমুদয়ই তাঁহার অধিকারে ছিল, তিনি কোন নির্দ্দিষ্ট রাজধানীতে অবস্থান না করিয়া প্রতিনিয়তই নিজাধীন ব্যক্তি বৃন্দের অবস্থা দেখিয়া ভ্রমণ করিতেন এবং সাম্রাজ্যে সুখ বর্দ্ধনার্থ যে সমস্ত সুচারু নিয়ম নির্দ্দেশ করিয়া ছিলেন তৎসমুদয়ই প্রজাপুঞ্জের পক্ষে অত্যন্ত সুখ দায়ক ও শুভ কর; কিন্তু তৎকালে মানব মণ্ডলীর মনাকাশ অজ্ঞান রূপ ঘনাম্বুদে আচ্ছন্ন থাকায় বোধ বিভাকর উদয় হইয়া আপনার বিমল কর সমূহ প্রকাশ করিতে না পারায় উক্ত নিয়মাবলি প্রায় সকলের পক্ষেই অসহ্য হইয়াছিল সুতরাং অধিকাংশ লোকেই অধীশ্বরের নিকট অসন্তোষ প্রকাশ করিলে তিনি নিজ নিয়োজিত নিয়ম নিচয়ের কোন পরিবর্ত্তন না করিয়া মনুষ্যদিগকে তৎপালনে সমর্থ করিবার জন্য বিশ্ব নামক এক সুদৃশ্য বিদ্যালয় সংস্থাপন করিলেন। সেই মনোহর বিদ্যা-মন্দিরের প্রতি নেত্রপাত করিলেই চক্ষুদ্বয় চরিতার্থ হয় এবং অন্তঃকরণ অনুপম আনন্দ ও কৃতজ্ঞতারসে প্লাবিত হইতে থাকে। সর্ব্বেশ্বর স্বয়ং শিক্ষকের পদ গ্রহণ না করিয়া প্রকৃতি নাম্নী এক পরম গুণবতী রমণীর প্রতি অধ্যাপনার ভার

সমর্পণ করিলেন। প্রকৃতি সতীর অনুপম সৌন্দর্য্যের প্রতি যিনি একবার প্রীতিনেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন এবং তাঁহার পীযূষ পুরিত সুমধুর উপদেশ বাক্য যাঁহার কর্ণ-কুহরে প্রবিষ্ট হইয়া অন্তঃকরণ কোষে চির-সঞ্চিত রহিয়াছে তিনিই যথার্থ মহৎ ও তাঁহারই গৌরব পুষ্পের সৌরভে দিগ্বিদিক আমোদিত হইয়াছে। আহা! স্বভাবের স্বভাব কি মনোহর; তিনি স্বশিষ্যদিগকে সর্ব্বদাই সহাস্য আস্যে সদুপদেশ দিতেন এবং কাহারও কোন দোষ দেখিলে সামান্য শিক্ষকের ন্যায় রোষ পর বশ হইয়া তদ্দণ্ডেই তাহার দণ্ড বিধান করিতেন না কেবল কৌশলে উপদেশ ছলে দোষির দোষ সকল সংশোধন করিয়া দিতেন।

এক দিন প্রকৃতিসতী প্রত্যূষে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া স্বীয় সহচরীর সহিত ভ্রমণ করিতে গেলেন এবং গোপুর হইতে কিয়দ্দূর গমন করিয়াই দেখিলেন রাজ বর্ত্মের পার্শ্বে একটি জীবিত শিশু শয়ান রহিয়াছে। তাহার শরীরের জ্যোতিঃ খদ্যোতিকার ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে উজ্জ্বল ও ক্ষণে ক্ষণে বিমলিন হইতেছে। এই অদ্ভুত দৃশ্যে চমৎকৃত হইয়া প্রকৃতিসতী তৎক্ষণাৎ তাহার নিকট বর্ত্তিনী হইলেন এবং সাতিশয় সন্তোষ সহকারে উক্ত সন্তানটিকে ক্রোড়ে লইয়া পূর্ব্ববৎ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অর্দ্ধ ক্রোশ যাইতে না যাইতেই পুনর্ব্বার দেখিতে পাইলেন প্রদীপ্ত অনল শিখাবৎ আর একটি সন্তান ভূমিতলে পতিত রহিয়াছে। তাহার নয়ন

যুগলে অবিরল অশ্রু জল বিগলিত হইতেছে। তদীয় ক্রন্দন ধ্বনি শ্রবণে প্রকৃতি দেবী কোন ক্রমেই প্রকৃতিস্থ থাকিতে পারিলেন না; অবিলম্বেই তাহার সমীপস্থ হইয়া সুমধুর মাতৃবোলে সান্ত্বনা করত অপত্যদ্বয়কে লইয়া পুনরায় পর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইলেন। সতীর শরীর অত্যন্ত কোমল সুতরাং অল্প দূর যাইয়াই অতিশয় শ্রম বোধে একটী তরুমূলে উপবেশন করিলেন এবং প্রিয় বয়স্যার সহিত সদালাপ ও সন্তোষ পূর্ণ চিত্তে সন্তান দ্বয়কে সোহাগ করিতে লাগিলেন। এমত সময়ে আর একটি শিশুর রোদন ধ্বনি তাঁহার কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিল। প্রকৃতি আপন অঙ্কস্থিত অপত্যদ্বয়কে স্বীয় সহচরীর নিকট সমর্পণ করিয়া স্বয়ং তদন্বেষণে গমন করিলেন এবং ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন শশিকলা সদৃশ আর একটি সুকুমার কুমার বিপুলার বক্ষে শয়ন পরায়ণ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছে। তদীয় শারীরিক কান্তি ও মুখশ্রী সন্দর্শনে প্রকৃতির মন একবারে বিমোহিত হইল, তিনি বসনাঞ্চলে তাহার বদন মুছাইয়া পরম যত্নে ক্রোড়ে করিলেন এবং অবিলম্বে স্বকীয় সখীর নিকট প্রত্যাগতা হইয়া কহিলেন সখি সংসারের ভাব দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছি! এই সকল সদ্যঃ-প্রসূত সন্তান ফেলিয়া কি বলিয়া ইহাদিগের জননীরা স্থানান্তর গমন করিয়াছে? তাহাদিগের অন্তঃকরণে কি সুকুমার অপত্য স্নেহের সঞ্চার হয় নাই? আজি আমরা বেড়াইতে না আইলে অবশ্যই

হিংস্র পশ্বাদিতে ইহাদিগকে বিনষ্ট করিত। সহচরী কহিলেন প্রকৃতি অনুমান করি ইহারা স্বভাবতই জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, ইহাদিগের জনক জননী থাকিলে অবশ্যই তাঁহারা স্নেহ বৃত্তির অনুগামি হইতেন। যাহা হউক, চল আমরা ইহাদিগকে গৃহে লইয়া যাই এবং জননীর ন্যায় পরম যত্নে প্রতিপালন করি। প্রকৃতি-সতী তাহাতে সম্মতা হইলেন এবং নিজালয়ে প্রত্যাগমন করিয়া উল্লিখিত অপত্য ত্রয়কে প্রতিপালন ও স্বয়ং তাহাদিগের অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করিয়া সর্ব্বদাই সদুপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। পুত্রেরা ক্রমে ক্রমেই পরাক্রম-শালি ও সিত পক্ষের শশধরের ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। প্রথম পুত্রের সমক্ষে অন্য কাহাকেও ক্রোড়ে করিলে সে স্বাভিমান-পরতন্ত্র হইয়া ম্লান বদনে আক্ষেপ করিত। দ্বিতীয়ের স্বভাব অতি প্রচণ্ড, তাহার চক্ষুর্দ্বয় অবিরতই আরক্তবর্ণ থাকিত। কনিষ্ঠ সুত সহাস্য বদনে সর্ব্বদাই সকলের সহিত সদ্ব্যবহার এবং প্রাণপণে প্রকৃতির বাক্য প্রতিপালন করিত। প্রকৃতি সন্তানগণের স্বভাব দেখিয়া প্রথমের নাম দ্বেষ, দ্বিতীয়ের নাম ক্রোধ, ও কনিষ্ঠ সুতের নাম সুশীল রাখিলেন। অল্পকাল মধ্যে তাহারা প্রকৃতি-সতীর পুত্র ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্র বলিয়া সর্ব্বত্রই প্রচারিত হইল। দ্বেষ আর ক্রোধ প্রায় সর্ব্বদা একত্রে শয়ন, একত্রে ভোজন ও একত্রে ক্রীড়াদি করিত, এজন্য বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহাদিগের প্রণয়েরও বৃদ্ধি হইয়াছিল,

তাহারা অধিক বয়স্ক হইলে প্রকৃতির উপদেশের প্রতি মনোযোগ না করিয়া স্ব স্ব পরাক্রম প্রভাবে অনেক লোক জয় করত মনানন্দে প্রভুত্ব করিতে লাগিল। সুশীল স্বীয় সরল স্বভাবের জন্য মানব মণ্ডলীর মধ্যে অত্যন্ত মান প্রাপ্ত হইলে দ্বেষের মনে অতিশয় ক্লেশের সঞ্চার হইল এবং কি উপায়ে তাহাকে বিনষ্ট করিবে এই অসৎ অভিসন্ধি তাহার অন্তঃকরণ মধ্যে জাগরূক রহিল। সামান্যতঃ লোকে কোন দুষ্কর্মে প্রবৃত্ত হইলে তাহা গোপনে গোপনে শেষ করিয়া থাকে কিন্তু দ্বেষ বিশেষ বুঝিতে না পারিয়া সর্ব্ব সমক্ষেই সুশীলকে তিরস্কার করিতে আরম্ভ করিল। সুশীল সবিশেষ সন্ধান পাইয়া আপন জননীর নিকট আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলে তিনি দুরন্ত সন্তান দ্বয়কে অবাধ্য বোধে তাহাকেই সাবধানে থাকিতে কহিলেন এবং তিনিও মাতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘনে পাপ বিবেচনায় এক নিভৃত স্থানাবলম্বন করিয়া স্বীয় পার্শ্ব চরের সহিত কাল যাপন করিতে লাগিলেন। দ্বেষ ও ক্রোধ কোন স্থানে তাঁহার অনুসন্ধান না পাইয়া বিষণ্ণ বদনে মাতৃ সদনে উপস্থিত হইল এবং জিজ্ঞাসা করিল মা তোমার সুশীল কোথায়? তচ্ছ্রবণে প্রকৃতি-সতী অতিশয় ভয়ার্ত্ত হইয়া বলিলেন কেন বাবা সুশীলকে কি জন্যে অন্বেষণ করিতেছ? সে কি তোমাদিগের নিকট কোন অপরাধ করিয়াছে? দ্বেষ উত্তর করিল, না মা সে নাকি জন সমাজে অত্যন্ত যশস্বী হইয়াছে? সকলেই তাহার গুণগান করিয়া থাকে? হাঁ মা আমরা

কি যশোলাভের যোগ্য-পাত্র নই। প্রকৃতি বলিলেন তোমরা আমার উপদেশানুযায়ি কর্ম্ম কর, অবশ্যই তোমাদিগের যশঃ সর্ব্বব্যাপি হইবে। মেঘ বলিল সে কি উপদেশ ?

মেঘের প্রতি প্রকৃতির উপদেশ ॥

চৌপদী ॥

সংসার সরসী জলে, পরনারী পদ্ম দলে,
বসিতে বাসনা ছলে, কোরো নারে কোরো না।
অলীক সুখের তরে, মানসিক ভ্রম ভরে,
কু-আশা ভুজগ বরে, ধোরো নারে ধোরো না ॥
ছাড়িয়া ধর্ম্মের মতে, পুরাইতে মনোরথে,
কলুষ কণ্টকি পথে, যেও নারে যেও না।
পাশরিয়া বিশ্ব মূলে, উপদেশ সুধা ভুলে,
তোষামোদ বিষ তুলে, খেও নারে খেও না ॥
পথের বালুকা মনে, ভাবিবে পরের ধনে,
কটু কথা গুরুজনে, কোও নারে কোও না।
না বুঝে নিগূঢ় ভাব, অপরের যশ লাভ,
শুনিলে বিষণ্ণ ভাব, হোও নারে হোও না ॥
সত্য শীলতার সহ, কাল হর অহরহ,
অসত্যের আজ্ঞাবহ, রোও নারে রোও না।
বিভুরে সঁপিয়া প্রাণ, সবে কর সমজ্ঞান,
অভিমানি অভিধান, লোও নারে লোও না ॥

দ্বেষের উক্তি।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

শুনিয়া কহেন দ্বেষ,　　মা তোমার উপদেশ,
শুনিতে বাসনা নাই আর।
জানিলাম শুনে ভাষা,　　যেই তব ভাল বাসা,
এই বটে মার ব্যবহার ॥
সুশীলের দাস ভাবে,　　চিরকাল কাল যাবে,
স্থূল বুঝি ভাবিয়াছ মনে।
নতুবা মোদের ফেলে,　　সদাকাল ছোট ছেলে,
প্রতি টান কিসের কারণে ॥
আমাদের গুণ গান,　　শ্রবণ করিলে কাণ,
কর দিয়া আবরণ কর।
প্রণাম করিলে পায়,　　আশীষ না কর তায়,
মনে বল অচিরাৎ মর ॥
সবল থাকিতে দেহ,　　চাইনে তোমার স্নেহ,
মিছা কেন পরাধীন রব।
আসাগর দিক্-দশ,　　ভুবন আমার বশ,
যশ গান বাসব কেশব।
দেখ রাজা দুর্য্যোধন,　　ভীমে ভাবি ভীম জন,
ভুলাইয়া বিবিধ কৌশলে।
খাঁয়াইয়া হলাহল,　　পাঠাইল রসাতল,
কেবল আমার কৃপাবলে ॥

যেই প্রভাকর করে, ত্রিভুবন তম হরে,
নরে যার করে উপাসনা।
অধীন রাহুর কাছে, পরাজয় মানিয়াছে,
আমি তারে করি কি গণনা!
মানবে কি মনে করি, যেজন দানব অরি,
শচীপতি ইন্দ্র দেব রায়।
আমার আদেশ পেয়ে, জননী জঠরে যেয়ে,
কাটিলেক সোদর ভায়ায়॥
ভাবিয়া দেখিলে মাতা, আমার নিকটে মাথা,
তোলে আর হেন শক্তি কার।
নিমেষ মাঝারে পারি, শুষিতে সমুদ্র-বারি,
বিনাশিতে জগৎ সংসার॥

প্রকৃতির উক্তি।

পয়ার।

সাধারণে করে যদি তোর সাধুবাদ।
শুনিতে কি বাদু ধন আমার অসাধ॥
কুমার হইলে সব বসুধার পতি।
প্রহৃতি কি তাহে হয় বিবাদিত মতি॥
(হায় রে বিধাতা শুনি কি নিষ্ঠুর ভাষ।
জেনেছি মরণ বিনে নাহিক খালাস॥)

হারে দ্বেষ কার কাছে শুনিলি এমন।
তনয়ের প্রতি নাই মায়ের যতন॥
দেখরে বারেক ভাবি কি প্রকার ভাবে।
আপন অপত্যগণ পালে উর্ণ নাভে॥
যদি কোন প্রজাবতী হরিণের পাশে।
নিষ্ঠুর নিষাদ আসে শীকারের আশে॥
প্রাণাধিক শাবকের করিতে উদ্ধার।
আপন জীবন করে শীকার স্বীকার॥
আপনার প্রাণ দিয়া বাঁচান তনয়।
এ সকল কিরে বাপু ভালবাসা নয়॥
মরুক ও সব কোয়ে নাই প্রয়োজন।
প্রিয়জন বোধে বলি শুনরে বচন॥
তনুজ বিক্রমে যদি হয় মহীপাল।
তথাপি মায়ের কাছে শিশু চিরকাল॥
তাই তোরে বলিতেছি ওরে বাছা দ্বেষ।
মনের বিকার ছাড়ি, শুনহ বিশেষ॥

দীর্ঘ ত্রিপদী।

দেখরে ভাবিয়া মনে, জগতের যত জনে,
দ্বেষের অধীনে ছিল রাজা।
বন্ধুগণে দিয়া দুখ, পাইব কেমন সুখ,
পরিণামে কি প্রকার সাজা॥

বটে কুরুপতি ছলে, ভীমে ফেলাইল জলে,
খাওয়াইল হলাহল বিষ।
ভীমের কি হল বল, কেবল বাড়িল বল,
এলো যেন অনলের শীষ॥
অন্তরে করিয়া দ্বেষ, তথাপি অনেক ক্লেশ,
দিল তারে পাপি নরপতি।
পরিশেষে তারি করে, শত সহোদরে মরে,
ধর্ম্মের কেমন দেখ গতি॥
পাপ মতি সুরপতি, বিদ্বেষে বিমূঢ় অতি,
আপনার অনুজে কাটিল।
পাইল উচিৎ ফল, সবে ধরে মহাবল,
একে উনপঞ্চাশ হইল॥
সূর্য্যের মোহন বেশ, হেরিয়া রাহুর দ্বেষ,
জানি জানি সত্য বটে বটে।
কিন্তু ভেবে দেখ মন, কে আছে এমন জন,
রাহুকে প্রধান বলি রটে॥

পয়ার।

বিদ্বেষির দশা দেখি হয় অনুমান।
যারে হিংসা করে লোক সেজন প্রধান॥
কারণ সংসার মাঝে সকলেই ধরে।
গুণ না থাকিলে কেহ দ্বেষ নাহি করে॥

সুধীরঞ্জন।

বিশেষ বিদ্বেষ যেন টীকার অনল।
প্রবল হইয়া হরে আপনার বল॥
অতএব শুন বাছা বচন আমার।
সুশীলের সহ কাল হর আপনার॥
সে তোমার আজ্ঞাবহ সহোদর ভাই।
যার চেয়ে প্রিয়জন ত্রিভুবনে নাই॥
দশের অধর স্থিত বশের কারণ।
ভায়ে ভায়ে দ্বন্দ্ব কিরে হয় সুশোভন॥
বিশেষতঃ এই বিশ্ব-পতির বাসনা।
এক মত হোয়ে বাস করে সর্ব্ব জনা॥
একতা বিনাশ করে যেই মূঢ়মতি।
সংসার তাহার কাছে ভয়ানক অতি॥

দ্বেষের উক্তি।

যা বলিলে জননি গো সত্য বটে মানি।
একতা বিহীন হোলে বহু দুঃখ জানি॥
আপনার দল ছাড়া কি কারণে হব।
রাগের সহিত সদা এক যোগে রব॥
কিন্তু সুশীলের সহ হবেনা আলাপ।
তার কথা মোর বুকে দংশে যেন সাপ॥
বিশেষ চাহিয়া দেখ সকল সংসার।
ভায়ের সহিত সখ্য আছে কোথা কার॥

প্রবল প্রতাপ ছিল রাজা দশশির।
নিজ সহোদরে দিল করিয়া বাহির॥

প্রকৃতির উক্তি।

ত্রিপদী।

না জানিয়া বাছাধন, হেন কথা কি কারণ,
রসনায় আন আপনার।
আপন ভায়ের সহ, বিবাদ করিয়া কহ,
সুখ লাভ হয়েছে কাহার॥
যে রাবণ বাহুবলে, দলিত দেবতা দলে,
যম যারে করিতেন ত্রাস।
তাড়াইয়া বিভীষণ, সেই দুষ্ট দশানন,
রাম বাণে হইল বিনাশ॥

পয়ার।

প্রবীণ হইয়া বাপু হওনা বালক।
সোদর সহিত দ্বন্দ্ব বড় ভয়ানক॥
এই বিবাদের লাগি কত শত কুল।
একবারে হইয়াছে সমূলে নির্ম্মূল॥
বিশেষ ভূলোক বাসি জানি লোক সবে।
সুশীলের শীলতার গুণে বশ হবে॥
মারিলে ধরিলে লোক নত হয় ডরে।
কিন্তু কভু ভয় ভরে ভক্তি নাহি করে॥

সম্মুখে সুজন হোয়ে আজ্ঞাকারি রয়।
গোপনে পাইলে কিন্তু সব শোধ লয়॥
দেখরে রোমান রাজ্যে সীজরের বলে।
ভদ্র কি অভদ্র লোক কাঁপিত সকলে॥
মুখে মুখে জানাইয়া মিত্র ব্যবহার।
সময় পাইয়া তারে করিল সংহার॥
ওদিকে শীলের শক্তি কি কহিব আর।
আততায়ী জন আসি মিত্র হয় যার॥
চকমকি পাথরের ন্যায় গুণ ধরে।
ভিতরে অনল পূর্ণ শীতল উপরে॥
যেরূপ চুম্বকে করে লৌহ আকর্ষণ।
সেইরূপ শীলতায় মানবের মন॥

মেষের উক্তি।

কথায় পড়িয়া নিশাচরী মায়া পাশ।
সুশীলের গুণ আর কোরোনা প্রকাশ॥
তোমার ভঙ্গিমা দেখে হয় অনুমান।
ছলে কবে আমাদের বিনাশিবে প্রাণ॥

প্রকৃতির উক্তি।

আজ্ হতে দিব্য আমি করিলাম মনে।
কোন কথা না কহিব তোমা দুই জনে॥
যা জ্ঞান করগে যাহা করিনে বারণ।
ছাড়িলাম সুশীলেরে তোমার কারণ॥

ত্রিপদী।

দ্বেষের বচনে সতী, বিষাদিতা হয়ে অতি,
কহিলেন রাগে সম্বোধিয়া।
বলরে কোথায় যাই, আরত উপায় নাই,
বিষম বিপদ তোরে নিয়া॥
সবে সুশীলের বশ, গান করে তার যশ,
দ্বেষের বিক্রম অতিশয়।
তারা সবে সুখে রবে, তোমার কি দশা হবে,
ভেবে মোর বিদরে হৃদয়॥

ক্রোধের উক্তি।

লঘু-ত্রিপদী।

আমার কারণ, বিষাদিত মন,
হায়রে এমন দশা।
বোধ হীনা নারী, বুঝিতে না পারি,
করিকে করিলে মশা॥
দুনয়ন মেলে, এ কেমন ছেলে,
বারেক দেখ মা তুমি।
শুধু বাহুবলে, পারি করতলে,
রাখিতে ত্রিদিব ভূমি॥
কি কহিব গুণ, নিমেষে আগুণ,
নয়নে নিঃসৃত হয়।

ভূচর খেচর, মনুজ অমর,
সকলেই করে ভয়॥
যদি খুলি মুখ, শূলী চতুর্ম্মুখ,
আঁটিতে না পারে মোরে।
জনক জননী, গুরুকে না গণি,
অবনী কাঁপায় জোরে॥
ধর্ম্ম-শীল জ্ঞানি, উপদেশ বাণী,
যদি মা আমারে কয়।
যেন তীর সম, বুকে বেঁধে মম,
শরীরে নাহিক সয়॥
অপরের ধন, করিলে হরণ,
যদি কেহ কহে চোর।
শরীরের জোরে, বিপরীত শোরে,
গালি দিয়া করি ভোর।
বহু ভাষা জানি, নিজে মহামানী,
অনেকের পুজনীয়।
সর্ব্বদা গরম, সুশীলের যম,
দাদার অধিক প্রিয়॥
অধিক কি কব, সব লোক শব,
জননী আমার ত্রাসে।
করিলে বারণ, কে আছে এমন,
আমার সম্মুখে আসে॥

পয়ার।

ক্রোধের বচন শুনে কহেন প্রকৃতি।
জানিলাম তবে তুমি হইয়াছ কৃতী॥
ভাল ভাল মন দুঃখ ঘুচিল আমার।
তোদের বিবাদ কিন্তু দেখিব না আর॥
থাক থাক সুখে থাক আশীর্ব্বাদ করি।
এত বলি লুকালেন স্বভাব সুন্দরী॥



কৃষ্ণনগর কালেজের রোদন
ও হিন্দুকালেজের সহিত
কথোপকথন।

একদা নিশীথ সময়ে একাকী কোন কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তর গমন করিতেছিলাম, হঠাৎ ক্রন্দন ধ্বনি আমার কর্ণ-কুহরে প্রবিষ্ট হইবাতে আমি অত্যন্ত ভয়ার্ত্ত হইলাম, কিন্তু কে কোথায় কি নিমিত্ত রোদন করিতেছে তাহা জানিবার জন্য মদীয় মন একান্ত ব্যগ্র হইল, সুতরাং কোন ক্রমেই নিরস্ত থাকিতে না পারিয়া রোদনের স্বর লক্ষ্য করিয়া গমন করিতে করিতে দেখি এক পরম সুন্দরী নারী রাজ-বর্ত্মের পশ্চিম পার্শ্বে পাদপ পরিবেষ্টিত এক প্রশস্ত ভূমিখণ্ডে পতিত হইয়া নানারূপ বিলাপ করিতেছেন। তাঁহার নিকটে জনমানব নাই। তদীয় আর্ত্তনাদ শ্রবণে যদিও অন্তঃকরণ

একেবারে করুণারসে আর্দ্র হইল, তথাপি সাহস পূর্ব্বক সহসা তাঁহার সমীপস্থ হইতে পারিলাম না এবং ভূ-রুহের অন্তরালে দণ্ডায়মান থাকিয়া কি করি চিন্তা করিতে-ছিলাম, ইত্যবসরে দেখি আকাশ যান আরোহণ করিয়া সৌদামিনী সদৃশী কনক মণ্ডিতা অনেক রমণী আসিয়া তথায় অবতরন পূর্ব্বক শোকাকুলা কামিনীর অঙ্গস্পর্শ করিয়া কহিলেন, ভগিনি কৃষ্ণনগর কালেজ! অদ্য কি জন্য তোমাকে ঈদৃশ দুরবস্থা দেখিতেছি, শোক পরিহার কর, আমি হিন্দুকালেজ তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি।

হিন্দুকালেজের উক্তি।

পয়ার।

সে দিন দেখেছি তব সহাস্য বদন।
সহসা কিসের লাগি হইলে এমন॥
উঠ উঠ বিধুমুখি কেঁদোনালো আর।
বিশেষ করিয়া বল শুনি সমাচার॥
তোমার নয়ন নীর হেরিয়া নয়নে।
বিষম বিষাদানল দহিতেছে মনে॥

কৃষ্ণনগর কালেজের উক্তি।

দীর্ঘ-ত্রিপদী।

কাঁদিয়া কহেন দিদি, বিমুখ আমারে বিধি,
মাথা মুণ্ড কি আর বলিব।

কি কব বিপদ ঘোর,   মরণ হোলনা মোর,
নাহি জানি কযুগ জ্বলিব ॥
বড় আশা ছিল মনে,   ভাল বাসা সুতগণে,
কৃতি হোয়ে স্বনাম কিনিবে।
প্রাচীনা হইলে পর,   করি মহা সমাদর,
সবে মোরে যতনে রাখিবে ॥
প্রথমে যুগল সুত,   অশেষ সুগুণ যুত,
কিরণে করিল আলো দেশ।
কিবা দিব পরিচয়,   জান তুমি সমুদয়,
নাম ধরে অম্বিকা (১) উমেশ ॥ (২)
অম্বিকার গুণ যত,   একাননে কব কত,
এমন হবেনা বুঝি আর।

---

(১) অম্বিকাচরণ ঘোষ—ইনি কৃষ্ণনগর কালেজের প্রথম সময়ের একজন অত্যুৎকৃষ্ট ছাত্র। যশোহর জেলার অন্তঃপাতী চৌগাছা গ্রাম ইঁহার বাসস্থান। বসন্ত রোগে পাঠদশায় ইঁহার মৃত্যু হইলে কালেজের ছাত্র ও শিক্ষকগণ ইঁহার স্মরণার্থ একখানি 'ট্যাবলেট' নির্ম্মাণ করিয়া কালেজের হলে রাখিয়াছেন। ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বাবু কালীচরণ ঘোষ এক্ষণে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত আছেন।

(২) উমেশ চন্দ্র দত্ত—ইনি অম্বিকা বাবুর সহাধ্যায়ী কৃষ্ণনগর কালেজের আর একজন সুবিখ্যাত ছাত্র। ইনি এক্ষণে ঐ কালেজেরই ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত আছেন।

সুশীল সুবুদ্ধি অতি, সদা সত্য পথে মতি,
কলি যুগে দেব অবতার ॥
অমিয় বচন তার, যে শুনেছে একবার,
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কি সে কভু ।
শারীরিক রিপু সব, ক্রমে করি পরাভব,
হইলেক তা সবার প্রভু ॥
পাইয়া এমন ধন, সতত প্রফুল্ল মন,
মনে মনে কত অভিলাষ ।
বাহার বসন্ত কালে, বিষম বসন্ত কালে,
সব সাধ করিল বিনাশ ॥
তাহার মরণ রবে, মিত্র কি বিপক্ষ সবে,
বহু বিধ আক্ষেপ করিল ।
শরীরজ শোকানল, একবারে সুপ্রবল,
দুখিনীর হৃদয় দহিল ॥
বাঁধিয়া পাষাণ গলে, ডুবিয়া মরিব জলে,
মনে মনে করিলাম স্থির ।
অকস্মাৎ কি বিপদ, চলিতে না পারে পদ,
বল হীন হইল শরীর ॥
পাথর রহিল বুকে, বিষম কাতর দুখে,
মুখে আর না সরিল রব ।
নেত্র বিগলিত নীরে, সে পাষাণে ধীরে ধীরে,
লিখে তার নাম গুণ সব ॥

মনে করিলাম পণ,　　যত দিন এ জীবন,
নাহি যাবে রাখিব পাষাণ।
এই দেখ আছে গলে, লোকে "ট্যাবলেট" বলে,
মম প্রিয় পুত্রের নিশান ॥
পুত্র শোকে জর জর,　　দেহ কাঁপে থর থর,
কি আর বলিব মোর মাতা।
হরিতে কল্যাণ আশ, শ্রীরাম কল্যাণে(১) নাশ,
করিলেন নিষ্ঠুর বিধাতা ॥
এই বাছা ধন মম,　　প্রায় অম্বিকার সম,
লোকের করিল প্রেম লাভ।
সুমধুর মিষ্ট-ভাষী,　　সতত বদনে হাসি,
আহা মরি কেমন স্বভাব ॥
কমল কুলের সার,　　অবনীতে মেলা ভার,
পাইলাম সে নীল কমল।(২)

---

(১) রাম কল্যাণ চৌধুরী—বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত পলাশন গ্রাম ইঁহার বাসস্থলী। ইনিও পূর্ব্বোক্ত কালেজের একজন উৎকৃষ্ট ছাত্র।

(২) নীলকমল ভাদুড়ী—ইঁহার নিবাস যশোহর জেলায়। ইনি পূর্ব্বোক্ত কালেজে অধ্যয়নকালে বিলক্ষণ খ্যাত্যাপন্ন হন। একবার পরীক্ষায় ইঁহার বাঙ্গলা রচনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হওয়াতে ইনি একটী স্বর্ণ মেডাল পুরস্কার স্বরূপ প্রাপ্ত হন। ইনি পারস্য ভাষা হইতে 'হুকেতিহাস' গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করেন।

কি কহিব প্রভা তার,　　সুকোমল রচনার,
যম মুখ করিল উজ্জ্বল ॥
সরস সৌরভ পেয়ে,　　যম পাছে এসে ধেয়ে,
বাছা মোরে ছাড়িয়া পলায় ।
পোড়া কপালের গুণে,　　পুড়াইতে মনাগুণে,
যম তারে ধরিল তথায় ॥
ধরিত অনেক গুণ,　　বঙ্গভাষে সুনিপুণ,
সে আমার ছিল যে প্রকার ।
সুমধুর সাধুতায,　　ভাবিত শুকেতিহাস,
পরিচয় দিতেছে তাহার ॥
অপত্য অকালে হত,　　শোকে প্রাণ ওষ্ঠাগত,
অবিরত চক্ষে বহে ধার ।
অন্ধের যষ্টির সম,　　আর এক জন মম,
প্রিয়তম ছিল সুকুমার ॥
ব্রজনাথ (১) তার নাম,　　অশেষ সুগুণ ধাম,
অসামান্য বুদ্ধিমান ছিল ।
কিবা বিধি বিধাতার,　　দারুণ শোকের ভার,
সেই মোর সম্পূর্ণ করিল ॥

---

(১) ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়—চাকদহের সন্নিকট একটী পল্লীগ্রাম ইঁহার বাসস্থান। ইনিও পূর্ব্বোক্ত কালেজের একটী সুবিখ্যাত ছাত্র।

হিন্দুকালেজের উক্তি।

পয়ার।

সুলোচনা বিলাপ শুনিয়া ভগিনীর।
নিবারিতে না পারিয়া নয়নের নীর॥
বলেন বিলাপ করি কি হইবে আর।
যমের অধীনে এই জগৎ সংসার॥
য়িশুখ্রীষ্ট রামকৃষ্ণ আদি করি যত।
স্বকালে কালের হাতে হইয়াছে হত॥
বিশ্ব বিরচক এই বিভুর লিখন।
জন্মিলে অবশ্য তার হইবে মরণ॥
অতএব শশিমুখি পরিহরি দুখ।
দেখ নিজ বর্ত্তমান তনুজের মুখ॥
ইহারা সকলে যবে হবে গুণবান।
প্রথম কালের মত পুন পাবে মান॥
দেখিয়া তোমার ধ্যান জ্ঞান বুদ্ধি নাই।
যদিও জানিলো আমি তথাপি সুধাই॥
স্বরূপ করিয়া বল শুনি বিবরণ।
তোমারে জনক ভাল বাসেন কেমন॥

কৃষ্ণনগর কালেজের উক্তি।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

এই দুখিনীর প্রতি, পিতার যেরূপ প্রীতি,
সবিশেষ জানহ সকল।

মোটা ভাত মোটা বাস, খাইয়া পরিয়া বাস,
বার-মাস করিগো কেবল ॥
সবে মাত্র একখান, স্বর্ণ-অলঙ্কার(১) দান,
করিয়াছিলেন অধীনীরে।
যেরূপ যতনে ফণি, রাখে নিজ শিরোমণি,
সেইরূপ রাখিতাম শিরে ॥
কি দিন কি বিভাবরী, তাঁহার চরণ ধরি,
থাকি বটে গৃহের মাঝার।
শোকের জ্বালায় জরা, জীবন থাকিতে মরা,
তথাপি না চান একবার ॥

পয়ার।

সম্প্রতি তনয়া (২) এক হয়েছে পিতার।
তাঁহাকে দিলেন মম সেই অলঙ্কার ॥
গহনার জন্যে দুঃখ না ভাবি তিলেক।
যদ্যপি চোকের দেখা দেখেন বারেক ॥

---

(১) স্বর্ণ-অলঙ্কার—হারিসন্ সাহেব। ইনি কৃষ্ণনগর কালেজে প্রথম ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক হইয়া আসিয়াছিলেন; পরে বহরমপুরে কালেজ স্থাপিত হইলে তথাকার অধ্যক্ষ হইয়া যান্। এক্ষণে ইনি এলাহাবাদ মুয়র কালেজের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত আছেন।

(২) তনয়া—বহরমপুর কালেজ। কৃষ্ণনগর কালেজ স্থাপনের অব্যবহিত পরেই বহরমপুর কালেজ স্থাপিত হয়।

পিতার অপ্রীতি জন্য ঘৃণা করে লোকে।
বিশেষতঃ অবশ্যাক প্রিয় পুত্র শোকে॥
সান্ত্বনা করিতে মাত্র ছিল এক জন(১)।
প্রাণের অধিক প্রিয় অমূল্য রতন॥
কিন্তু অভাগিনী মার দেখিয়া সঙ্কট।
সম্প্রতি গিয়াছে দিদি তোমার নিকট॥
দেখো যেন সে আমার ক্লেশ নাহি পায়।
প্রাণাধিক যদিও সে অকৃতজ্ঞ যায়॥
যেখানে সেখানে থাকি যে ভাবে সে ভাবে।
অবশ্য আমার পুত্র বলি নাম পাবে॥
অতএব দিদি মোর বিনয় বচন।
মাথা খাও যদি তারে কর অযতন॥

হিন্দুকালেজের উক্তি।

ভেবোনালো চন্দ্রাননি তাহার কারণ।
সে আমার প্রাণ তুল্য অতি প্রিয় জন॥
বিশেষতঃ তোর পুত্র মোর পুত্র এক।
কিছুই প্রভেদ নাই নাম ব্যতিরেক॥
তোমারে ছাড়িয়া যারা মোর কাছে যাবে।
মায়ের সমান স্নেহ অবশ্যই পাবে॥

---

(১) একজন—মোহিনী মোহন রায়। ইনি প্রথমে কৃষ্ণনগর কালেজে অধ্যয়ন করেন, পরে হিন্দুকালেজে আসিয়া প্রবিষ্ট হন। ইনি এক্ষণে কলিকাতা হাইকোর্টের একজন প্রধান উকীল।

আমার বচন ধর শোক পরিহরি।
বর্ত্তমান পুত্ত্রগণে পাল ভাল করি॥

কৃষ্ণনগরকালেজের উক্তি।

তাদের পালিয়া আর কিছু নাই লাভ।
আমার হয়েছে দুধে সাপ পোষা ভাব॥
গহনা দেখিলে অন্য রমণীর গায়।
আর কি তাহারা দিদি সুধাবে আমায়॥
তখনি জননী বলি যাবে তার পাছে।
ভাবিবেনা এ দুখিনী মরেছে কি আছে॥
যাক্ মেনে ও সব কথায় নাই কাজ।
কহ তুমি কি কারণে অকস্মাৎ আজ॥

হিন্দুকালেজের উক্তি।

কব কি পড়েছি বোন বিষম সঙ্কটে।
নাহি জানি এ কপালে আর কত ঘটে॥
ছেলে ধরা এক মাগী আসিয়াছে তথা।
শিশু ভুলাইয়া লয় না কহিয়া কথা॥
বিগুণে মণ্ডিতা মেট্রোপলিটন(১) নাম।
লোকে সুরূপসী বলে আমি বলি বাম॥

(১) মেট্রোপলিটন কালেজ—হিন্দুকালেজ হইতে যখন সুবিখ্যাত রিচার্ডসন্ সাহেবকে বিদায় দেওয়া হয় তখন কলিকাতার যাবতীয় বাঙ্গালী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা সম্মিলিত হইয়া এই কালেজটী সংস্থাপন করেন। ইহাতে রিচার্ডসন্ সাহেবকে অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করা হয় এবং তাৎকালিক প্রধান প্রধান বিদ্যাবিৎ সাহেবদিগকে ইহার অধ্যাপক করা হয়। ইহা কিছু দিন উত্তমরূপ চলিয়া পরিশেষে উঠিয়া যায়।

বুক ফাটে তার কথা করিলে স্মরণ।
নিয়েছে অনেক মম নবীন নন্দন ॥
অদ্যাপি যতন বহু করিতেছে মাগা।
কি জানি বিধাতা বুঝি করে দুখ ভাগা ॥
তোমার সহিত মোর নানা কথা আছে।
কিন্তু ভয় করি মন্দ লোকে শুনে পাছে ॥
অতএব বিমানে করিয়া আরোহণ।
আকাশে ভ্রমণ করি এসো দুই জন ॥



বঙ্গভাষার সহিত ইংরাজি ভাষার
কথোপকথন।

এক দিবস, যখন সরোজিনী স্বামী সূর্য্যদেব স্বীয় সাম্রাজ্যের রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া অত্যন্ত শ্রান্ত হওত বিশ্রামার্থ চরমাচল নামক শয়ন মন্দিরে প্রবেশ করিলেন এবং জগজ্জীবন পবন তাঁহাকে একান্ত ক্লান্ত দেখিয়া আপন করে তালবৃন্ত ধারণ পূর্ব্বক মন্দ মন্দ ভাবে সঞ্চালন করিতে লাগিলেন, যখন মনোহারিণী সন্ধ্যাকাল কমনীয় বিনোদ বাস পরিধান পূর্ব্বক সুগন্ধি কুসুম সমূহের হার গাঁথিয়া বিশ্ব সবিতার শুশ্রূষার্থ বারণ বিনিন্দিত মন্দ মন্দ গতিতে উপস্থিত হইল এবং বিহঙ্গম সকল বৃক্ষ শাখায় উপবিষ্ট হইয়া স্ব স্ব সুমিষ্ট মধুর স্বরে জগদিষ্ট জগদীশ্বরের গুণগান করত পৃথিবীস্থ তাবল্লোকের মনোরঞ্জন করিতে লাগিল। তখন অস্মদ্দেশীয়

ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ সুশিক্ষিত নব্য সম্প্রদায় বিদ্যালয়ের অনতি দূরে এক প্রশস্ত প্রান্তর মধ্যে বায়ু সেবনার্থ গমন করিলেন। তথায় কেহ ব্রীড়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিতান্ত শিশুর ন্যায় ক্রীড়া ও কেহ কেহ প্রকৃতি সতীর মোহিনী মূর্ত্তি অবলোকনে বিমোহিত হইয়া প্রীতি-পূর্ণ চিত্তে প্রতিক্ষণ তাঁহাকে প্রতীক্ষণ করতঃ পরস্পর মিশ্রিত ভাষায় আপনাদিগের আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, এমত সময়ে এক চার্ব্বঙ্গী বামলোচনা অত্যন্ত কাঙ্গালিনীর বেশে বিষণ্ন বদনে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং আপনার হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক যুবাদলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "সন্তান সকল আমার ক্রোড়ে আইস, বহুদিনাবধি আমি তোমাদিগের কমলানন নিরীক্ষণ না করিয়া মৃতবৎ হইয়াছি, তোমরা কি পরের মাকে মা বলিয়া এ দুঃখিনীকে একেবারে বিস্মৃত হইয়াছ?" নব্য সম্প্রদায় অপরিচিতা কুলবালার হঠাৎ এরূপ অসম্ভাবিত মায়া বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় ভয়ার্ত্ত হইলেন এবং তাঁহাকে নিশ্চয় নিশাচরী বোধে তৎক্ষণাৎ তৎস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক (ওমা গেলাম গো ওমা মলাম গো) ইত্যাকার শব্দ করিতে করিতে সকলেই পলায়ন পরায়ণ হইয়া আপনাদিগের অন্নদায়িনী মুক্তকারিণী ইংরাজী ভাষা জননীর নিকট উপস্থিত হইলেন। ইংরাজী ভাষা বিদেশীয় সন্তানগণের এইরূপ ভাব দেখিয়া আস্তে ব্যস্তে তাহাদিগের সমীপস্থা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "বাছা সকল কি নিমিত্ত তোমা-

দিগকে ঈদৃশ ভয়গ্রস্ত দেখিতেছি?" যুবাদল এরূপ ভীত হইয়াছিলেন যে কিয়ৎকাল বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে পারিলেন না, পরে কিঞ্চিৎ সুস্থির হইলে কেহ কেহ কহিলেন জননি! আমরা প্রান্তর মধ্যে ক্রীড়া করিতে-ছিলাম তথায় সহসা একটা রাক্ষসী আসিয়া হস্ত প্রসা-রণ পূর্ব্বক আমাদিগকে সন্তান সম্বোধন করিয়া কহিল বাছা সকল আমার ক্রোড়ে আইস, আমরা ভীত হইয়া যৎকালে পলায়ন করিলাম তৎকালে উক্তা ভীষণা ভামিনী স্বীয় বিকট বদন ব্যাদান করিয়া অস্মদাদির পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমানা হইল এবং তাহার ভীমনাদ শ্রবণ করিয়া সমস্ত শরীরের শোণিত পর্য্যন্ত হিম হইয়া উঠিল। আমরা জন্মাবধি এরূপ গুরুতর বিপদে কখনই পতিত হই নাই। জগদীশ্বর অনুকূল আছেন এজন্য এ যাত্রায় রক্ষা পাইলাম, নতুবা অদ্যই মানব লীলা সম্বরণ করিতে হইত। ইংরাজী মাতা এই অদ্ভুত ঘটনা শ্রবণ করিয়া আপনার অপত্যগণকে সাবধানে গৃহে থাকিতে অনুরোধ করিয়া আপনি তাহার তথ্যানু-সন্ধানে গমন করিলেন এবং উপরোক্ত প্রান্তর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন এক পরম সুন্দরী নারী মলিন পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া কাঙ্গালিনীর ন্যায় দণ্ডায়মানা রহিয়াছে এবং এদেশীয় অকৃতজ্ঞ অপত্যগণের নাম উল্লেখ পূর্ব্বক রোদন বদনে আক্ষেপ করিতেছে। ইংরাজী সতী উক্ত মহিলাতে সন্তান নির্ণীত কোন দুর্লক্ষণ দেখিতে পাইলেন না বরং তাঁহাকে অত্যন্ত

রূপবতী দেখিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন এ নারী নিতান্তই কোন ভদ্র কুলোদ্ভবা হইবে, দৈবদুর্ব্বিপাক বশতঃ এরূপ দুর্দ্দশায় পতিতা হইয়াছে যে হউক সহসা ইহাকে দুর্ব্বাক্য না বলিয়া সরল ভাবে পরিচয় লওয়াই উচিত। আবার মনে মনে করিলেন এ মহিলাকে বাঙ্গালিনী বোধ হইতেছে ইহার নিকট নিতান্ত বিনীতা হওয়াও হইবে না অতএব মধ্যম ভাবে নিম্ন লিখিত মত জিজ্ঞাসা করিলেন।

পয়ার।

কে তুমি কাহার নারী হেথা কি কারণ।
স্বরূপ করিয়া বল স্বীয় বিবরণ॥
নয়নে হেরিয়া ধনি তব অবয়ব।
ভদ্রের রমণী মনে হয় অনুভব॥
তবে অবোধের মত কাহার কথায়।
অসম সাহস করি আইলে হেথায়॥
জাননা আমারে আমি ইংরাজের ভাব।
এজগতে তাবতে আমার করে ত্রাস॥
তোমারে দেখিয়া বাঙ্গালির সুতচয়।
পলাইতেছিল যবে মনে পেয়ে ভয়॥
কাহার কথায় তুমি বাড়াইয়া হাত।
ধরিবারে গিয়াছিলে তাদের পশ্চাৎ॥
একেত দুখিনী তাহে নিস্পর হইয়া।
কি কারণে গালি দিলে সন্তান বলিয়া॥

বঙ্গ ভাষার উক্তি।

লঘু-ত্রিপদী।

আমারে দেখিয়া সভয় হইয়া,
তোমার কুমার গণ।
সরল স্বভাব, না বুঝিয়া ভাব,
পলাইল অকারণ॥
না জানে গোপন, কে পর আপন,
দিবসে রজনী বোধ।
প্রাণের মতন, করেছি যতন,
এই তার প্রতিশোধ॥
শুন লো ললনা, তোমারে ছলনা,
করিয়া কি লাভ হবে।
এই যুবাদল, যাহে কর বল,
আমার তনয় সবে॥
তুমি আদরিণী, আমি কাঙ্গালিনী,
হয়েছি কালের গুণে।
পোড়া মন মার, অধীন মায়ার,
সদা জ্বলি মনাগুণে॥
বঙ্গ দেশে বাস, করি বারমাস,
বাঙ্গালির মাতৃ ভাষা।
যতেক তোমার, দোভাষি কুমার,
তাদের দেখিতে আসা॥

শুনি, সুতগণে, হেরিয়া নয়নে,
তোমার মোহিনী বেশ।
অলঙ্কার আশে, থাকে তব পাশে,
আমার কপালে দ্বেষ॥
মরি মন দুখে, সদাকাল মুখে,
বিজাতীয় দেশ ভাষ।
কভু কি স্বপনে, এইরূপ মনে,
ভাবনা করে না বাস॥
জননী জঠর, ছাড়িয়া কঠোর,
ভূমিতে পড়িল যবে।
কি বোল বলিয়া, কোলেতে তুলিয়া,
সোহাগ করিল সবে॥
দিন দিন পরে, আধ আধ স্বরে,
কে শিখালে মামা বুলি।
কে বলিল হাসি, দিদী দাদা মাসী,
সুধামাখা স্বর তুলি॥
পুত্র আচরণ, করিলে স্মরণ,
মরণ বাসনা হয়।
তারা কি না ছলে, সবাকারে বলে,
বঙ্গ-ভাষা ভাষা নয়॥
যদি কোন জন, করি আকিঞ্চন,
বাঙ্গলা কাগজ পড়ে।

নব বাবুগণ, পরস্পর কন,
বোধ নাই এর ধড়ে ॥
কিন্তু মুখে ফলে, কহেন সকলে,
সহেনা দেশের দুখ ।
বিদ্যাদান দিয়া, কুরীতি নাশিয়া,
উজ্জ্বল করিব মুখ ॥
কি নিদয় ব্যাস, কুরীতি অভ্যাস,
করাইল সব লোকে ।
স্বদেশ সারিয়া, গিয়াছে মরিয়া,
আমরা মরিগো শোকে ॥

ইংরাজি ভাষার উক্তি ।

পয়ার ।

জানিলাম বাঙ্গালির তুমি মাতৃ-ভাষা ।
এখানে হয়েছে তব অকারণ আসা ॥
জাননা তোমার যত নবীন নন্দন ।
নিত্য লাভ করিতেছে জ্ঞানরূপ ধন ॥
সহজে তোমার দশা হেরিয়া নয়নে ।
মা বলিতে সবাকার ঘৃণা হয় মনে ॥

বঙ্গ ভাষার উক্তি ।

দীর্ঘ ত্রিপদী ।

ভাল জ্ঞান সুলোচনা, করিতেছে আলোচনা,
আমার নবীন সুত সবে ।

দেখিলে মলিন বাস, না যাবে মায়ের বাস,
ঘৃণা করি কটু কথা কবে ।।
দেখে মোরে বাঙ্গালিনী, ভাবিয়াছ কাঙ্গালিনী,
কিন্তু আমি কাঙ্গালিনী নই।
যদ্যপি যুবক দলে, জননী জননী বলে,
অপমান নাই মান্য বই ।।
দেবগণে দিতে লাজ, ধরিয়া সমর সাজ,
যে করিল সত্যের সাধন ।
যাহার বুদ্ধির বলে, নিবাইতে পাপানলে,
ব্রহ্ম সভা হইল স্থাপন ।।
গাইয়া যাহার যশ, সমীরণ দিগ দশ,
সদাকাল করিছে ভ্রমণ ।
বসুমতী গ্রহচয়, তপন হইলে লয়,
যার নাম না হবে পতন ।।
সে রাম মোহন রায়, লোকে রাজা বলে যায়,
মা বলিয়া আমারে ডাকিত ।
নানা অলঙ্কার দিয়া, মন সুখে সাজাইয়া,
অনুক্ষণ যতনে রাখিত ।।
কি করি কপাল বাম, না পূরিতে মনস্কাম,
গিয়াছে ছাড়িয়া বাছাধন ।
তথাপি অদ্যাপি তার, নাম নিলে একবার,
কার সাধ্য বলে কুবচন ।।

অজ্ঞান তিমিরে রবি, শ্রীরামপ্রসাদ কবি,
ভারতে ভারত মহোদয়।
লোকের নয়নতারা, কবির ভূষণ যারা,
তারা সব আমার তনয়॥

ইংরাজি ভাষার উক্তি।

পয়ার।

লজ্জিত হইয়া বঙ্গভাষার কথায়।
সুধামাখা স্বরে ধনী কহিলেন তায়॥
না দেখিয়া অপরাধ কিসের কারণ।
স্বোভাবি সন্তানে দোষ করিছ অর্পণ॥
আর আর তোমার প্রাচীন সুত যত।
তব বিপরীত কর্ম্মে অবিরত রত॥
ইহারা তোমার মুখ করিতে উজ্জ্বল।
ক্ষণকাল নাহি ছাড়ে নিজ দল বল॥
বিশেষ বিচার করি না দেখিয়া হেন।
ভয়ানক দোষারোপ করিতেছ কেন॥

বঙ্গ ভাষার উক্তি।

দীর্ঘ-ত্রিপদী।

শুনিয়াছি তুমি সতী, অতিশয় গুণবতী,
সদাকাল মতি পর হিতে।
তবে কি কারণে কহ, প্রাচীন সুতের সহ,
নূতনের তুলনা করিতে॥

ভাবিয়া দেখ না মনে, যারা কভু সযতনে,
করে নাই বাণীর অর্চ্চনা।
তারা কি কখন পারে, দুখদল দলিবারে,
পূরাইতে মনের কামনা॥
আপনি প্রাচীন কালে, ছিলেগো কিরূপ হালে,
মনে কি পড়েনা একবার।
জ্ঞানি সুত বিনে কেবা, যতনে করিয়া সেবা,
পরাইল এত অলঙ্কার॥
মম পুরাতনগণ, পায় নাই জ্ঞানধন,
সহজে অক্ষম তারা সব।
এসেছি ঘুচাতে ক্ষোভ, অন্তরে হয়েছে লোভ,
দ্বোভাষির দেখিয়া বিভব॥

ইংরাজী ভাষার উক্তি।

যদি থাকে অভিলাষ, গৌরবে করিতে বাস,
কুভাষ বোলোনা আর মুখে।
আমি দিব বোলে কোয়ে, যতনে তোমারে লোয়ে,
যুবাদল রাখিবেক সুখে॥

বঙ্গ ভাষার উক্তি।

পয়ার।

কুবচন কহিলাম সবে কি বলিয়া।
কহ দেখি সুলোচনা স্মরণ করিয়া॥

ভয় নাহি করি এক তিলের কারণ।
বেঁচে থাক আমার প্রাচীন পুত্রগণ॥
যদিও গো জ্ঞান ধন নাই সবাকার।
অনেকে পারিবে মন তুষিতে আমার॥

ইংরাজী ভাষার উক্তি।

দীর্ঘ-ত্রিপদী।

কিছুই বলিতে নারি, তুমি কি ভাবের নারী,
কে বুঝিবে তব আচরণ।
পরিহরি সুধাকর, যুড়াইতে কলেবর,
খদ্যোতের নিয়াছ শরণ॥

বঙ্গ ভাষার উক্তি।

পয়ার।

কি ভয় দেখাও তুমি আর বার বার।
চাঁদে কি করিবে প্রিয় প্রভাকর যার॥
সে যদি আপন কর না করে প্রকাশ।
শশি কি কখন পারে শোভিতে আকাশ॥
কি কারণে তোষামোদ করিব সকলে।
পিপাসা যাবে না কভু গোষ্পদের জলে॥
বিশেষত বারি বিনে কিছু নাই ডর।
একাকী ঈশ্বর মম বিদ্যার সাগর॥
তার যদি জননীর প্রতি থাকে টান।
ত্বরায় উঠিবে মম যশের তুফান॥

কালে না পারিবে কিছু করিতে আমার।
পেয়েছি কপাল গুণে অক্ষয় কুমার॥
তাহার বাসনা সবে শুনিবারে পায়।
অক্ষয় যশের মালা পরাইবে মায়॥

ইংরাজী ভাষার উক্তি।

এরা সুলেখক বটে মানিগো সুন্দরি।
তুষিবে তোমার মন প্রাণপণ করি॥
কিন্তু ইহাদের মাঝে কেহ কবি নয়।
কোথা পাবে মনোহর ভাব সমুদয়॥
কবিতা লেখক তব পুত্র ছিল যারা।
কাল সহকারে আঁখি মুদিয়াছে তারা॥

বঙ্গভাষার উক্তি।

কবির অভাব কিসে দেখিলে আমার।
দুই জন আছে দেশ বিখ্যাত কুমার॥
সুকবি সুন্দর মম মদন মোহন।
পড়িলে কবিতা তার মুগ্ধ হয় মন॥
প্রাণের ঈশ্বর গুপ্ত প্রভাকর কর।
ধরিয়াছে কিবা দৈব শক্তি মনোহর॥
চাহিলে তপন পানে দুনয়ন ধরে।
যুড়ায় যুগল আঁখি তার প্রভাকরে॥

ইংরাজী ভাষার উক্তি।

ভাল আশা সুবদনি করিয়াছ মনে।
বাড়াবে তোমার মান এরা দুইজনে ॥
এতদিন তুমি কিগো করোনি শ্রবণ।
মদন কবিতা আর করে না রচন ॥
ক্রমে ক্রমে তার যত বাড়িতেছে পদ।
তোমায় ভাবিছে মনে বালাই আপদ ॥
তোমার ঈশ্বর গুপ্ত কবিতা রচক।
লোকের হিতের হেতু লেখেনা পুস্তক ॥
আর এক অলক্ষণ দেখি প্রতিদিন।
দেশের অনেক লোক দ্বেষের অধীন ॥
সহজেই গুণগ্রাহি নাহি হেন জন।
সমাদর করি তোষে লেখকের মন ॥

বঙ্গভাষার উক্তি।

গুণ গ্রাহি আর কোথা কে আছে এমন।
যেইরূপ কালীচন্দ্র (১) রমণীমোহন (২) ॥

১। কালীচন্দ্র রায়চৌধুরী—একজন জমিদার। রঙ্গপুরের অন্তর্গত কুন্ডীগ্রাম ইহার বাসস্থান। ইহাঁর বিষয় কবির জীবন চরিতে বিবৃত আছে।

২। রমণীমোহন রায়চৌধুরী—ইনি রঙ্গপুরের অন্তঃপাতী ভুষভাণ্ডারের জমিদার। সম্প্রতি গত ১৮৭৩ সালের দুর্ভিক্ষের সময়ে গবর্ণমেণ্টকে বিশেষ সাহায্য করিয়া ইনি ‘রায় বাহাদুর’ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

সুকবি সুন্দর অতি স্বভাব সরল।
প্রাণপণে স্বদেশের করিছে মঙ্গল॥
কিবা দিব পরিচয় জান তুমি সব।
ভ্রমিছে শহরে সদা তাদের সৌরভ॥
আমি আর কত নাম লব একে একে।
এই দেশে গুণগ্রাহি আছেন অনেকে॥
যেই রূপ দিবাকরে তম করে নাশ।
খলের বিপক্ষে তারা সবে বার মাস॥
উঠিতে নারিবে দেশে দ্বেষানল শিখা।
ঢালিতেছে বারি তত্ত্ব বোধিনী পত্রিকা॥

ইংরাজী ভাষার উক্তি।

না দেখি তোমার ধনি কিছুর অভাব।
তবে কিকারণে যুবা দলের এভাব॥
অনুমান করি বুঝি নাই অভিধান।
সত্বরে শিখিতে গ্রন্থ নাপায় সন্ধান॥

শব্দভাষার উক্তি।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

সমাদরে অভিধান, যদ্যপি পড়িতে চান,
মোর যত বাঙ্গালি সাহেব।

শব্দের সমুদ্র সম, আছে মম প্রিয়তম,
প্রাণাধিক রাধাকান্ত দেব ॥
আপন গুণের বলে, যে রেখেছে করতলে,
এদেশীয় হিন্দুর সমাজ।
যাহার বিদ্যার তরে, সবে মহা সমাদরে,
উপাধি দিয়াছে দেব রাজ ॥

ইংরাজী ভাষার উক্তি।

পয়ার।

কিছুতে আঁটিতে নারি বাঙ্গালির ভাবে।
বিনয় বচনে অতি বিনোদিনী ভাবে ॥
কহিয়াছি কটু কথা বুঝিবার তরে।
বেজার হওনা ধনি আমার উপরে ॥
আমার কুমারগণ তোমার কারণ।
করিতেছে নিজধন দিয়া প্রাণ পণ ॥
আমিও যুবক গণে তোমার সহিতে।
প্রতিদিন বলে থাকি সাক্ষাৎ করিতে ॥
কি করি শোনেনা কথা তোমার তনয়।
বুঝিতে নারিবে দোষ আমার ত নয় ॥

বঙ্গভাষার উক্তি।

কিসের কারণে তব প্রতি হবে রোষ।
জানিয়াছি সব মম কুপালের দোষ ॥

কিন্তু অসঙ্গত কথা সহিতে না পারি।
কিসে তব সুতগণ মম উপকারি॥
আপন অর্থের হেতু আসিয়া এদেশ।
মনে ভেবে দেখ দেখি কি করিল শেষ॥
আরো মুখ নেড়ে কথা কহিতেছ ধনি।
তোমার তনয় সব কার ধনে ধনি॥
পারাবার পারে আনি নিজ পরিজন।
কার ধনে করিতেছে উদর পোষণ॥
কি করে লোকের কাছে নিবারিতে জ্বালা।
করিয়াছে গুটি কত নামে পাঠশালা॥
তাহার শিক্ষক সব কেমন বিদ্বান।
কথায় কথায় বধ করে মোর প্রাণ॥
থাক থাক কমলিনি কাজ নাই আর।
তোমার সুতের গুণ করিয়া প্রচার॥
আপন বিষয় বোধে কেহ নয় কম।
স্বজাতির গোঁড়া কিন্তু বাঙ্গালির যম॥
তবে তা সবার মাঝে জনেক কেবল।
জনম লইয়া পাঁকে হইল কমল॥
তাহার গুণের কথা কহিতে নাপারি।
প্রকৃত আমার সেই প্রিয় হিত কারি॥

"বেথুন (১) তাহার নাম বহুগুণ রাশি।
করেছে অক্ষয় কীর্ত্তি এই দেশে আসি ॥
কুলাইবে কেন মম এ পোড়া কপালে।
চির অরি যম তারে হরিল অকালে ॥
তথাপি যদিন দেহে রহিবে জীবন।
কখন তাহার নাম ভুলিবেনা মন ॥

ইংরাজী ভাষার উক্তি।

স্বরূপ গুণের গান শুনিয়া শ্রবণে।
কহেন ইংরাজী ভাষা প্রফুল্লিত মনে ॥
ভয় নাই ভয় নাই দিলাম আশ্বাস।
রজনী হইল রামা যাহ নিজ বাস ॥
আমার তনয় গণে দিয়া উপদেশ।
ত্বরায় করিব তব এ দুঃখের শেষ ॥
কিন্তু মম উপদেশ তোমার কুমার।
শুনে কিনা শুনে মনে সন্দেহ আমার ॥
যাহা হোক শশি মুখি তোমার কারণ।
দেখিব বিশেষ রূপ করিয়া যতন ॥
তোমার যদ্যপি কিছু থাকে কহিবারে।
বলহ আমায় আমি কহিব সবারে ॥

(১) বেথুন—আমাদিগের দেশের একজন প্রকৃত হিতৈষী ইংরেজ। ইঁহারই নিস্বার্থ উদ্যমে আমাদিগের দেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রথমে প্রচলিত হয়। ইঁহার প্রতিষ্ঠিত স্ত্রী বিদ্যালয় অদ্যাপিও কলিকাতার শিরোভূষণ স্বরূপ অবস্থিতি করিতেছে।

হিতৈষীর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করাতে তাঁহারা সকলেই বলিলেন যে যখন সুধীরঞ্জন হইতে উদ্ধৃত কবিতা বালকদিগের এত উপযোগী হইয়াছে তখন ঐ মূলগ্রন্থ যে তাহাদিগের পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত হইবে তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই; অতএব তাঁহারা আমাকে তদুদ্দেশে উহার 'পরদার' নামক শেষ উপাখ্যানটী কিঞ্চিৎ অশ্লীল বোধে পরিত্যাগ করিয়া মুদ্রিত করিতে কহিলেন। আমিও তাঁহাদিগের সেই মিত্রোচিত অমূল্য আদেশ শিরোধারণ পূর্ব্বক ঐ পুস্তক বালকদিগের পাঠোপযোগী করণাশয়ে উহার ঐ শেষ উপাখ্যানটী পরিত্যাগ করিয়া আর আর অংশ অবিকল পূর্ব্ববৎ রাখিলাম। কিন্তু যেমন ঐ শেষ অংশটী পরিত্যাগ করা হইয়াছে সেইরূপ গ্রন্থারম্ভের পূর্ব্বে, কবির একটী সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত প্রদত্ত হইল ও পাঠকবর্গের কৌতূহল পরিতৃপ্তির নিমিত্ত পুস্তকে যে সকল মহানুভব [illegible] সাধারণের

যণে ব্যাকরণের সহিত ঐক্য করিয়া ঈকারান্তই থাকে, পূর্ব্বে সেরূপ ব্যবহার ছিল না। তখন পদ্যের অনুরোধে ঐ সকল শব্দ কর্ত্তার এক বচনের বিশেষণ হইলেও ইকারান্ত-রূপে ব্যবহৃত হইত। এরূপ ব্যাকরণ দুষ্ট শব্দ প্রয়োগ পুস্তকের স্থানে স্থানে দৃষ্ট হইবে। আর গদ্যেও 'হইবাতে' প্রভৃতি কতকগুলি কথা লক্ষিত হইবে যাহা এক্ষণে প্রচলিত নাই। আমি সে গুলি ইচ্ছা করিয়াই সংশোধন করি নাই। কারণ কবির শব্দ প্রয়োগের স্বাধীনতা ত সর্ব্বত্রই প্রচলিত আছে, বিশেষ বঙ্গ সাহিত্যানুরাগী পাঠকবর্গকে আমাদিগের আধুনিক ও বিংশতি বর্ষের পূর্ব্বকার সাহিত্যের পরস্পর পার্থক্য প্রদর্শনও ইহার আর এক অন্যতর কারণ।

এই গ্রন্থখানি এরূপ কৌশলে রচিত যে উহা কি সুকুমারমতি বালকগণ কি পরিণতবুদ্ধি যুবকগণ সকলকেই সমান আনন্দ ও সমান সদুপদেশ প্রদান করিতে পারে। উহার 'মাতৃস্নেহ' প্রভৃতি কতকগুলি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বালকগণের মন যেরূপ আহ্লাদে পরিপূর্ণ হয়, উহার 'মনের রাজত্ব' প্রভৃতি কতিপয় উপাখ্যান পাঠ করিয়া যুবাগণের [illegible] তদ্রূপ হর্ষ [illegible] করিতে থাকে

ও মম উপদেশ তোমার কুমার।
শুনে কিনা শুনে মনে সন্দেহ আমার॥
যাহা হোক শশি মুখি তোমার কারণ।
দেখিব বিশেষ রূপ করিয়া যতন॥
তোমার যদ্যপি কিছু থাকে কহিবারে।
বলহ আমায় আমি কহিব সবারে॥

---

(১) বেথুন—আমাদিগের দেশের একজন প্রকৃত হিতৈষী ইংরেজ। ইঁহারই নিস্বার্থ উদ্যমে আমাদিগের দেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রথমে প্রচলিত হয়। ইঁহার প্রতিষ্ঠিত স্ত্রী বিদ্যালয় অদ্যাপিও কলিকাতার শিরোভূষণ স্বরূপ অবস্থিতি করিতেছে।